হইতেছিল, তখন কথা বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদিও চলিতেছিল। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে ছোট লাট বাহাদুর কোন এক বিষয়ে এমন একটী মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যাহা রামতনু বাবুর নিকটে খুব অসঙ্গত বোধ হইল। রামতনু বাবু আশা করিয়াছিলেন যে বড় লোকদের মধ্য হইতেই কেহ লাট সাহেবের ভুল দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সকলেই চুপ করিয়া সাহেবের কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন আর রামতনু বাবু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাহসের সহিত লাট সাহেবকে তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলেন। লাট সাহেব খাইতেছিলেন, হাতের চামচে কাঁটা মেজের উপরে রাখিয়া রামতনু বাবুর কথা শুনিতে লাগিলেন। রামতনু বাবুর কথা শেষ হইলে পরে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া খুব আগ্রহের সহিত ছোট লাট রামতনু বাবুকে কাছে লইয়া আবার আহার করিতে লাগিলেন এবং রামতনু বাবুও আহার করিতে বসিলেন। তৎপরেও ছোট লাট রামতনু বাবুর বন্ধু সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিকটে রামতনু বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই খানেই দেখ সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাহার আশ্চর্য্য পুরস্কার। ছোট লাটের মুখেমুখে তাঁহার মতবিরুদ্ধে কথা কহা কি যার তার কাজ? তাই সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে যিনি বলিতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সাধুতার পুরস্কার পাইলেন।

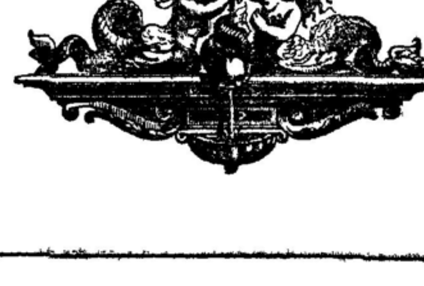
কৃতজ্ঞতা সাধুদের জীবনের একটী ভূষণ। তুমি সাধুদের মধ্যে যেমন কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিতে পাইবে এমন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা মরিবেন তাহাও স্বীকার, তবু উপকারী ব্যক্তির মনে ক্লেশ দিবেন না, উপকারীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আপনার সুবিধা খুঁজিবেন না। এ বিষয়ে তোমাদিগকে আর একজন বড়লোকের জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি। আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার যখন পৃষ্ঠাঘাত রোগে মৃত্যু-শয্যায়, তখন ইহাঁর পরম বন্ধু আর একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ইহাঁকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেই ডাক্তার তাঁহার ব্যারামের খুব খারাপ অবস্থায়, এমন কি যখন অন্যান্য ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তখনও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু একটু ভাল দেখিয়া মনে করিলেন হয়ত অন্য ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইবেন। কিন্তু যখন রোগীর বন্ধুরা তাঁহাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি এই মতে উত্তর করিলেন—"যিনি আমার চিকিৎসা করিতেছেন তিনি আমার অতি দুঃসময়ের বন্ধু আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারো হাতে প্রাণ দিতে পারিব না!" সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল বটে কিন্তু তবু তিনি তাঁহার উপকারী সুবিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সাধুলোকের বুঝি ভালবাসা মরিলেও যায় না। তুমি আজ সতীশকে অথবা তোমার ছোট বোন স্বর্ণকে কত ভাল বাসিতেছ, কত প্রাণের কথা কহিতেছ, একত্রে খাইয়া শুইয়া, বেড়াইয়া চেড়াইয়া কত সুখ পাইতেছ, দুই বছর বাদে হয়ত সতীশ তোমার চেয়ে আর একজনকে বেশী ভাল বাসিতে পারে, স্বর্ণ হয়ত তোমার সঙ্গে আর খাইতে শুইতে, চলিতে ফিরিতে ভালবাসে না, অত গোলে কাজ কি, তোমাকে দেখিতেও চায় না। তুমি কি বলিতে পার আজও তুমি তাহাদিগকে যেমন ভাল বাসিতেছ তখনও তেমনি

বাসিবে ? সাধুলোকেরা কিন্তু ছোট বেলা থেকে তাহাই করেন। তাঁহারা এক দিন যাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন চিরদিনই তাঁহাকে ভাল বাসিবেন। তাঁহাদের বন্ধু যদি দুশ্চরিত্র হন তবুও তাঁহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন না; বরং যাহাতে বন্ধুকে ভাল করিতে পারেন তাহার জন্যই সর্ব্বদা বন্ধুর হাতে পায় ধরিয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহাকে লোকেরা খারাপ বলিয়া জানে এমন লোককেও শুধরাইবার জন্য তাঁহারা কত চেষ্টা করেন, মানুষকে ভাল না বাসিলে কখনও তাহাকে শুধরাইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা হয় না।

ক্ষমাগুণ সাধুতার একটী প্রধান লক্ষণ। এই ক্ষমাগুণ আছে বলিয়াই সাধুলোকের সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারা যায়। অন্য লোকের সঙ্গে যখন কথা কহিতে হয় তখন যেন কেমন ভয়ে কথা বাহির হয় না, প্রাণ খোলে না, মুখও ভাল ফুটে না। পাছে এমন কিছু বলিয়া ফেলি যাহাতে তিনি চটিয়া বসেন, আমায় গালি দেন, বা মারিতে পারেন এই ভয়েই প্রাণ কাঁপিতে থাকে। কিন্তু ভাই সাধুলোককে দেখিতেও যেমন ভয় করে না তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেও তেমন কোন সঙ্কোচ হয় না—মনে যাহা আইসে তাহাই বলিয়া ফেলি। কেন না মনে বিশ্বাস থাকে তিনি হাজার দোষ দেখিলেও ক্ষমা করিবেন।

যে লক্ষণটী দেখিলে নিশ্চয়ই সাধু বলিয়া মানিতে হইবে এখন সেই লক্ষণটী দেখাইয়া শেষ করিব। প্রকৃত সাধুতার লোককে এমনই বিনয়ী করে যে পঞ্চাশ বছরের বুড়োকেও ঠিক দশ বছরের ছেলের ন্যায় করিয়া দেয়। তুমি বার বছরের ছেলে যাইয়া একজন সাধু লোককে দুটো ভাল কথা কও, তিনি তোমার কথাও যেমন আগ্রহের সহিত শুনিবেন একজন গণ্য মান্য পণ্ডিতের কথাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই শুনিবেন। সাধুদের শ্রদ্ধা ছোট বড় সকলের প্রতিই সমান এবং ছোট বড় সকলের নিকটেই যে বিনীত হইলে সত্য শিক্ষা করা যায় এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাঁহারা বড়। সাধুদের মহৎগুণ যে, তাঁহারা বড় হইয়াও সকলের নিকটে ছোট হইতে চান, অনেক জানিয়া শুনিয়াও নিজেরা বিশ্বাস করেন যে কিছুই জানেন না, স্বাধীন হইয়াও পরের অনুগত হইয়া চলিতে চান, নিজে উঁচু হইয়াও নীচু লোকের সেবা করিতে চান এবং নিজে অবমানিত হইয়াও পরকে মানী করিতে ভাল বাসেন। পাঠক পাঠিকাগণ। এ সংসারে টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিয়া ধনী হওয়া বা গাড়ীঘোড়া চড়িয়া সুখ ভোগ করা সহজ; একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই তাহা করিতে পারেন। বিএ,এমএ, পাশ করিয়া বড় বড় চাকুরী করাও সহজেই হইতে পারে, কিন্তু নিজের প্রভু হইয়া এবং পরের উপকার করিয়া যাঁহারা জীবন কাটাইতে পারেন তাঁহারই ধন্য। মানুষের যদি বাল্যকাল হইতেই কিছুর জন্য বেশী ভাবিতে হয় তবে সে সাধুতারই জন্য।



৺ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।



পাঠক পাঠিকাগণ আজ আবার তোমাদের নিকট একটী দুঃখের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতেছি। আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশের আর একটী বত্ন খসিয়াছে। আমাদের দেশের আর একটী বড় লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তোমরা কি ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছ? অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে। যিনি দেশে এত বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন তাঁহার নাম অবশ্যই তোমাদের কাণে গিয়া থাকিবে। তবে ইহাঁব বিশেষ ইতিহাস বোধ হয় জান না। সেই ইতিহাস একটু বলি শুন।

১৮১৩ সালে অর্থাৎ ৭২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ঝামাপুকুর কালীতলার সন্নিকটে মাতামহের বাটীতে ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। সেই সময়ে এ দেশের লোককে ইংরাজী শিখান

উচিত কি না এই বিষয় লইয়া দেশ মধ্যে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কতকগুলি লোকের এইমত ছিল যে এ দেশবাসিদিগকে ইংরাজী শিখান হইবে না; আবার আর এক দিকে রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেযার প্রভৃতি আর এক দল লোকের মত ছিল যে এ দেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে না। একে এই গোলযোগ তাহাতে আবার রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভ্রম দেখাইয়া নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ছিলেন, দেশের বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার পুস্তকের যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই সকল বাদানুবাদে তখন দেশের লোকের মন, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরের লোকের মন নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল ঘরেই এই কথা, দশজনে একত্র হইলেই এই গোলযোগ, সর্ব্বত্রই প্রচলিত ধর্ম্ম সত্য কি না এই আলোচনা। এই তর্ক যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হইল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র, তাঁহার আর দুই ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায় প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষীয় লোকেরা একত্র হইয়া "স্কুল সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহার দুই উদ্দেশ্য ছিল;—(১ম) সে সময়ে কলিকাতা সহরে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাহার উন্নতি করা (২য়) দেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করা। কৃষ্ণমোহন যে বাড়ীতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার নিকটের একটী পাঠশালা ঐ সভার লোকেরা হাতে লইলেন। স্বয়ং হেয়ার সাহেব তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহা ভিন্ন "স্কুল সোসাইটী" একটী ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এখন তাহার নাম হেয়ার স্কুল হইয়াছে। পাঠশালার ভাল ভাল ছেলেদিগকে, হেয়ার সাহেবের স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানকার ভাল ছেলেদিগকে আবার বিনা বেতনে হিন্দুকালেজে পাঠান হইত। কৃষ্ণমোহন সর্ব্ব প্রথমে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি এমন আশ্চর্য্য ছিল যে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের চক্ষু পড়িল। তিনি কৃষ্ণমোহনকে ছেলের ন্যায় ভাল বাসিতেন। পাঠশালা হইতে কৃষ্ণমোহন হেয়ার স্কুলে গেলেন এবং সেখান হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। হিন্দু কালেজে পাঠের সময় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার পরলোক হইল।

কৃষ্ণমোহন যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন তখন সেই কালেজের চতুর্থ শ্রেণীতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইহাঁর নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত বলিবার সময় ইহাঁর নাম বোধ হয় করিয়াছি। ইনি জাতিতে ফিরিঙ্গী ও বয়সে বালক ছিলেন। তখন ইহাঁর বয়স ১৯।২০র অধিক হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি, বিদ্যা, উৎসাহ, স্বাধীন-চিন্তা, স্বদেশানুরাগ, সত্য-প্রিয়তা প্রভৃতি গুণে ইনি কালেজের ছাত্রদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রেরা ইহাঁর এত বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল যে ইহাঁর মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য দলে দলে ছেলে সর্ব্বদা ইহাঁকে ঘিরিয়া থাকিত। ইহাঁর একটা কথায় যে কাজ হইত,

কালেজের কর্তৃপক্ষদিগের দশ ঘা বেতের ভয়ে তাহা হইত না। ইনি চাকুরীর দায়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন না, কিন্তু কিসে ছেলেদের হৃদয় মনের উন্নতি হয় সেজন্য যেন প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। সচরাচর স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে স্কুলে আসিতেন এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে বাড়ী যাইতেন। এই অতিরিক্ত সময়ে তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না, কেবল ছেলেদিগকে লইয়া বসিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই দলে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই দেশের বড় লোক হইয়াছিলেন। ডিরোজিও সাহেব কথা কহিবার সময় কোন বিষয় ছাড়িতেন না। ছেলেদিগকে দেশ প্রচলিত পৌত্তলিকতার ভ্রম দেখাইয়া দিতেন, অন্যান্য সামাজিক কুরীতির দোষ দেখাইতেন এবং তাহাদিগকে সাহসী ও সত্য প্রিয় হইতে উৎসাহিত করিতেন। ক্রমে ছেলেদের মনে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। উপরের উল্লিখিত যুবকগণ সাহসের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা সহরে বড় গোলমাল উপস্থিত হইল। সর্ব্বনাশ হইল, জাতি ধর্ম্ম গেল, হিন্দুয়ানি লোপ পাইল, বলিয়া যেখানে সেখানে লোকে শোক করিতে লাগিল। যে রাধাকান্ত দেব ইংরাজী স্কুল খুলিবার জন্য মহামতি হেয়ার সাহেবের সভ্য হইয়াছিলেন, তিনি আবার ঘুরিয়া বসিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এক ধর্ম্ম-সভা স্থাপন করিলেন। ধর্ম্ম সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিও সাহেবকে হিন্দু কালেজ হইতে তাড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ডিরোজিও বাধ্য হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ওদিকে বাড়ীতে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের উপর ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হইল। পাড়ার লোক ও আত্মীয় কুটুম্ব একত্র হইয়া কৃষ্ণমোহনের অভিভাবকদিগকে লওয়াইয়া কৃষ্ণমোহনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কৃষ্ণমোহন এই সময়ে হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। একবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে কর। সে সময়ে একজনকে সমাজচ্যুত করিলে তাহাকে কি ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত একবার ভাবিয়া দেখ! কৃষ্ণমোহন সেই সমুদয় কষ্ট সহিয়া থাকিলেন তথাপি সমাজের লোকের ভয়ে বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি 'ইনকোয়ারার' নামে একখানি ইংরাজী কাগজ লিখিতেন। ঐ কাগজে স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন, এবং যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূর হয়, কুরীতি সকল সংশোধন হয়, নীতির উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় পাদরি ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সাহেব তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দেশ মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরে তাঁহার জীবনে আর বিশেষ

আন্দোলন বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তিনি খ্রীষ্টান হওয়ার পর কিছু দিন খ্রীষ্টান পাদরিদিগের স্কুলে কর্ম্ম করেন, তৎপরে শিবপুরে বিশপস্ কালেজে গিয়া কিছুকাল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি হিব্রু, গ্রীক, লাটিন্ ও সংস্কৃত ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য কলিকাতায় হেড়ুয়ার নিকটে একটী গির্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করা হয়, উহাকে লোকে এখনও "কেষ্টো বন্দ্যোর গির্জ্জা" বলিয়া থাকে। তিনি ঐ ভজনালয়ে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে "ষড় দর্শন সংবাদ" নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও তাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "এরিয়ান উইটনেস" নামক ইংরাজীতে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতেও তিনি জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন।

শেষ দশায় লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, আর কোন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের উপকারের জন্য খাটিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারত সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি যে কাজ করিতেন তাহাতেই তাঁহার সাহস ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কখনই মনুষ্যকে ভয় করেন নাই, ও অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। দেশের লোকের হইয়া ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিতেন; কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন সেখানে তিনি অকুতোভয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। আমরা কতদিন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি কোথায় বৃদ্ধ বয়সে একটু আরামে থাকিবেন, না, কেবল স্বদেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি এজন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, অনেক যুবা পুরুষকেও তাহা করিতে দেখা যায় না। এইরূপে স্বদেশের জন্য খাটিতে খাটিতে ও চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বল শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল, তাঁহার কি প্রকার রোগ জন্মিল, তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে বিগত ১১ই মে সোমবার ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই কন্যা ও কয়েকটী দৌহিত্র ও দৌহিত্রী জীবিত আছেন। তাঁহার মৃত শরীর তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে শিবপুরের গোরস্থানে তাঁহার মৃত পত্নীর কবরের মধ্যে একত্র গোর দেওয়া হইয়াছে।

যে দিন তাঁহাকে গোর দেওয়া হয় সে দিন খ্রীষ্টান নন এমন অনেকেও শোক প্রকাশের জন্য তাহার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপরে এক দিবস ভারত সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।

বালক বালিকাগণ! যাঁহার জীবনচরিত তোমাদিগকে শুনাইলাম, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে? এমন কাজ কখনই করিওনা। যে বিশ্বাসের মত কাজ না করে সে মানুষ মানুষই নয়। যদিও ভ্রমে পড়িয়াই হউক বা আর যেরূপেই হউক যখন তাঁহার খৃষ্ট ধর্ম্মে আস্থা হইল, তখন নিজের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করাই তাঁহার পক্ষে উচিত হইয়াছিল। এরূপ না করিলে তাঁহাকে বড়লোক বলিতাম না। তিনি যদি

কাপুরুষেব ন্যায়, অপদার্থ লোকদিগেব ন্যায়, মনে এক প্রকার বিশ্বাস রাখিয়া কাজে আর এক প্রকার কবিতেন, তাহা হইলে আব তাঁহাব জীবন-চরিত লিখিবাব জন্য কলম ধবিতাম না। তাঁহাব সঙ্গে আমাদের মিল না হউক, তিনি যে সাহসী বীরের ন্যায় নিজ বিশ্বাসেব মত কাজ কবিতে পাবিয়াছিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাব প্রশংসা কবি।

এক দিকে যেমন তাঁহাব নিজ বিশ্বাসেব মত কাজ কবিবাব সাহস ছিল অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞার বল ছিল। ৬০ বৎসব ধবিয়া একচিত্তে আপনার উন্নতি ও স্বদেশেব মঙ্গল সাধনেব চেষ্টা করিয়াছেন। ৬০ বৎসবেব পবিশ্রমেব কথা স্মবণ কব। কয়জন লোকে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাব সহিত নিজেব ও অপরেব কল্যাণসাধনের চেষ্টা কবে? ইহা কি প্রশংসাব বিষয় নয়? যে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদের জন্য এত খাটিলেন, আমরা কি এমনি কৃতঘ্ন পামর যে তিনি নিজ বিশ্বাস অনুসাবে কাজ কবিবার নিমিত্ত বিধর্ম্মী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইব না? ছি ছি! তাহা হইলে ঈশ্বরের চক্ষে অপবাধী হইব। তবে এস পাঠক পাঠিকা! সকলে মিলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবি যে তিনি তাঁহার পরকালগত আত্মাকে চিরজীবনের পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করুন।

আশ্চর্য্য উদ্ভিদ।

মানুষ কিম্বা পশুদিগেব যেমন হাত পা, নাক মুখ চোক আছে, তাহাবা যেমন শব্দ ক.ব চিৎকাব কবে, সেইরূপ সময়ে সময়ে উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা যায়। এ বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক রকম ছোট ছোট গাছ আছে, তাহাদিগকে ইংবাজিতে ম্যাণ্ড্রেক বলে। এক ম্যাণ্ড্রেক গাছেব বিষয় কথিত আছে যে, তাহাকে মাটি হইতে তুলিলে সে চেঁচাইয়াছিল। মেজ নামক এক স্থান আছে, তথায় এক য়িহুদীর আর একটা ম্যাণ্ড্রেক ছিল; তাহার মানুষেব মত মাথা ও বাকি সব মোবগেব মত। সে লাভেণ্ডবেব শস্য ও এক বকম মাটিব পোকা খাইয়া পাঁচ সপ্তাহ বাঁচিয়াছিল। এই বকম কত ঘটনাই শুনিতে পাওয়া যায়।



পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ছবিটী দেখ। একটী মূলা আর একটীকে জড়াইয়া আছে। যেমন একটা মানুষের হাত একটা মূলা ধরিয়াছে। কেমন আঙ্গুল গুলি স্পষ্ট স্পষ্ট। এই মূলা যোড়াটী একজন বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। হঠাৎ এক চিত্রকর তাহা দেখিতে পাইয়া অবিকল চেহারা তুলিয়া লয়। তাহা হইতে এখন অনেক ছবি প্রস্তুত হইয়াছে। আর একটী মূলা দেখ :—



মূলাটী ঠিক আমাদের হাতের মত হইয়াছে। কেমন পাঁচটী আঙ্গুল! কেমন আমাদের আঙ্গুলের মত ভাগ করা। বুড়া আঙ্গুলের নখটী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। উপরের মূলার শাক আঁকা না থাকিলে কাহার সাধ্য যে, ইহা কি ঠিক করে। এটী ইংরাজি ১৮০২ সালে বিলাতের বার্মিংহাম নগরের যাদুঘরে সকলের দেখিবার জন্য রাখা হয়। কত লোক কত টাকা দিতে চাহিয়া ছিল; তবু এমন আশ্চর্য্য জিনিষ বিক্রয় করা হয় নাই।

পাঠক পাঠিকাগণ! ভগবানের সকল কাজই আশ্চর্য্য। যে গুলির কথা পড়িলে ওগুলি খুব আশ্চর্য্যের। এখন আর একটীর কথা শুন।



আচ্ছা, এই যে ছবি দেখিতেছ ইহা দেখিয়া তোমাদের কি মনে হয়? কেহ মনে করিতেছ একটা মানুষ হাতে পায়ে শিকড় জড়াইয়া বসিয়া আছে, মাথায় কেহ কতকগুলা পাতা বসাইয়া দিয়াছে। আর কেহ হয়ত আর কত কি ভাবিতেছ। কিন্তু ইহা কি শুনিবে? একটা শালগম। জর্ম্মাণি দেশে উইডান নামে এক গ্রাম আছে। ইংরাজি ১৬২৮ সালে, সেখানে এক চাষার অনেক শালগমের চাষ হয়। সে প্রত্যহ কিছু কিছু উপড়াইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। একদিন সকালে সে আস্তে আস্তে এক শালগম তুলিয়াছে। দেখে, শালগমের চেহারা অবিকল মানুষের মত। চোক, নাক, কান, মুখ সব আছে।

পায়ের উপর পা রাখিয়া, হাতের উপর হাত রাখিয়া, যেমন একটী মানুষ বসিয়া আছে। পা হইতে চারিদিকে সিকড় বাহির হইয়াছে। এ অদ্ভুত শালগম দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। চারি দিক হইতে তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। যাহারা চিত্র করিতে জানিত তাহারা ছবি আঁকিয়া লইতে আরম্ভ করিল। কত লোক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মহিমায় মোহিত হইয়া গেল। যাহাদের দেখিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা দেখিল যে তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি!



কাক ও কোকিল।

দুই পাখী এক আম ডালে,
বসিয়াছে দুপহর কালে।
গম্ গম্ রৌদ্র যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়!
নীরব সে গ্রাম যেন নিশুতি সময়!
দুই পাখী আসি হেন কালে,
বসিয়াছে পাতার আড়ালে।

কাক বলে,—"আমরা দুজন
এক বর্ণ—একই গঠন।
যেন দুটী ভাই করে গড়েছে বিধাতা;
এক রূপকান্তি যেন এক জন্মদাতা:
এক নীড়ে হয়েছি পালন,
ভাই ভাই আমরা দুজন।"

"ভাই বটে"——বলিল কোকিল,
"লোকগুলা বড়ই কুটিল!
কি আছে প্রভেদ দেখ তোমায় আমায়,
আমারে খাঁচায় পোষে তোমারে খেদায়।"

শুনে কাক প্রফুল্ল হইল,
বাঃ বাঃ করে ডাকিয়া উঠিল।

কোথা ছিল একদল ছেলে,
উপস্থিত সেই তরুতলে।
দুব্ দুব্ মার্ মার্ করে ঢিল মারে;
কি বিপত্তি! কাক ভায়া বসিতে না পারে!
সরে সরে বসিছে আড়ালে,
ঢিল বৃষ্টি করে শিশুদলে।

শেষে কাক উড়িয়া পলায়;
যাঃ যাঃ করে ডেকে ডেকে যায়।
পাতা মাঝে লুকাইয়ে আছিল কোকিল,
সেথা না দেখিল শিশু না মারিল ঢিল।
বসি বসি—শেষে সাড়া দেয়,
শিশুগণ চারিদিকে চায়।

শুনি কুহু তারা কুহু রবে,
কুহু-কুহু তাহার উত্তরে।
বালকে কোকিলে কুহু দেশ ছেয়ে যায়।
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনি সে বন জাগায়!
শুনে কাক মনে মনে করে,
গুণ দেখে, আদর সংসারে।



কলির কুম্ভকর্ণ।

আমরা সকলেই বোধ হয় রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়াছি। সে ছয় মাস ঘুমাইত আর ছয়মাস জাগিয়া থাকিত। এ কথাটা অনেকেই বড় বিশ্বাস

করেন না; বলেন ওটা গল্প বই আর কিছুই নয়। কিন্তু একটী ইংরাজ পণ্ডিত যে এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে আর কুম্ভকর্ণের কথা গল্প বলিয়া বোধ হয় না।

ইংলণ্ডে বাথ্ নামে একটী স্থান আছে। তাহার নিকট এক গ্রামে ১৬৯৪ খৃঃ স্যামুয়েল চিল্টন্ নামে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমজীবী বাস করিত। সে খুব দৃঢ়কায় ও বলবান ছিল। ঐ বৎসরের ১৩ই মে তারিখে হঠাৎ সে অতিশয় ঘুমাইয়া পড়ে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইলেও এক মাসের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। একমাস পরে উঠিয়া পুনরায় সে পূর্ব্বের মত খাইতে ও চলিতে লাগিল কিন্তু আর এক মাসের মধ্যে একটীও কথা কহিল না।

দুবছর সে বেশ ভালই রহিল। ১৬৯৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে আবার সেই ঘুম উপস্থিত। এই বার একটী ডাক্তার বিলিষ্টার ও অন্যান্য অনেক উগ্র ঔষধ দ্বারা তাহার ঘুম ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছু হইল না। তাহার বিছানার নিকট কতক খাবার সামগ্রী রাখা হইত সে সময়ে সময়ে আহার করিত ও মধ্যে মধ্যে বমী করিত কিন্তু কেহ তাহাকে এই সব করিতে দেখিতে পায় নাই। কখনও বা তাহার হাতে খাওয়ার থাকিত কখনও বা মুখে থাকিত কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িত। এই রকমে প্রায় ১০ সপ্তাহ অতীত হইল তবুও সে ঘুমের হাত হইতে একেবারে নিস্তার পাইল না। এই সময়ের মধ্যে সে একবার মাত্র প্রস্রাব করিয়াছিল।

যে সাহেব এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া চিম্টী কাটিলেন, নাক মলিলেন, নাক মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। এই রূপে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত রহিল। ১৯শে নবেম্বর তারিখে তাহার মাতা একটা চীৎকারের শব্দ শুনিলেন, যাইয়া দেখেন যে তার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" সে ব্যক্তি বলিল "বেশ আছি কিঞ্চিৎ খাইতে দাও।" মা খাবার আনিতে এবং তাহার ভাইকে এই সংবাদ দিতে গেলেন; আসিয়া দেখেন আবার ঘুম!! এই ঘুম জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু এ সময়ে ঘুমটা তত পাকা হয় নাই; লোকটী সকলের কথা শুনিতে পাইত বটে কিন্তু উত্তর দিতে পারিত না।

ধাঁধা।

এপ্রিল মাসের ধাঁধার উত্তর।

১ম। কাগজ।

২য়। প্রত্যেক পুত্র ১১১ ১টী আম পাইবে।

১ম পুত্র, ১ম, ৭ম, ১৯শ, ২০শ, ২৫শ, ৩৬শ,
২য় „ ২য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ২৪শ, ৩৩শ, ৩৪শ,
৩য় „ ৩য়, ৫ম, ২০শ, ২১শ, ৩০শ, ৩২শ,
৪র্থ „ ৪র্থ, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ, ৩১শ, ৩৫শ,
৫ম „ ৯ম, ১১শ, ১৫শ, ২২শ, ২৬শ, ২৮শ,
৬ষ্ঠ „ ১০ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৮শ, ২৭শ, ২৯শ,

নূতন।

১ম। রাম এবং যদু দুইজনে তিনটী ভাঁড় লইয়া বাজারে তৈল ক্রয় করিতে গিয়াছিল। রামের নিকট দুইটী ভাঁড় ছিল; ১টী ৫ সেরী এবং অপরটী ৩ সেরী। যদুর নিকট কেবলমাত্র একটী ৮ সেরী। ভাঁড় ছিল। ৮ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া তৈল ক্রয় করিয়া লইয়া আসিল; অর্দ্ধেক পথ একসঙ্গে আসিয়া তাহারা দুই জনে দুই পথে যাইবে, এখন তাহারা কি উপায়ে তৈল ভাগ করিয়া লইবে বল দেখি?

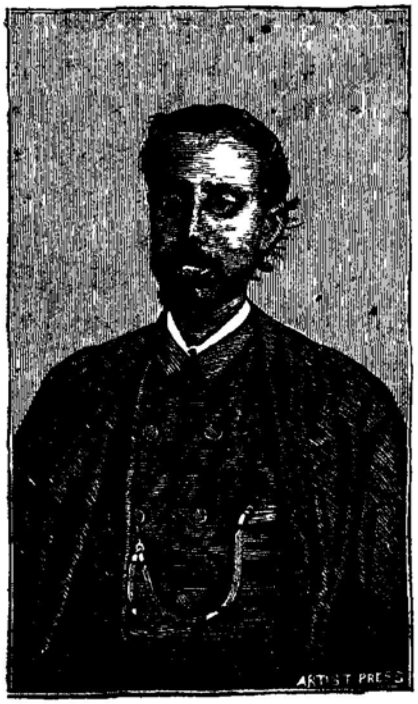
সখা

তৃতীয় ভাগ।

সপ্তম সংখ্যা।

জুলাই, ১৮৮৫।

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।



সখার পাঠক পাঠিকাগণ! আজ তোমাদের কাছে কি কথা বলিতে যাইতেছি। কোথায় আমরা ভাবিতেছিলাম গঙ্গাধর কবিরাজের জীবনচরিত লিখিব;—না এ কি লিখিতে হইল! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ, উহাঁকে কি তোমরা চেন? উহাঁর নাম প্রমদাচরণ সেন। উনিই তোমাদের জন্য "সখা" বাহির করিয়াছিলেন। এই "সখা" যাহাতে ভাল হয়, ইহা পড়িয়া যাহাতে তোমাদের উপকার হয়, যাহাতে তোমরা আমোদ ও উপদেশ পাও সে জন্য উনি সারা মাস ভাবিতেন। এই "সখার" জন্য উনি কি খাটুনি খাটিয়াছেন তাহা তোমরা জান না। দেশ বিদেশ হইতে ভাল ভাল বই আনাইয়াছেন, ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন, কত বই পড়িয়াছেন, সে পরিশ্রম তোমরা কেহ দেখ নাই। এত যে খাটিতেন কেবল এই জন্য যে দেশের বালক বালিকাদের পড়িয়া উপকার হইবে।

সেই প্রমদাচরণ সেন আর নাই। প্রায় এক বৎসর কঠিন রোগে কষ্ট পাইয়া, গত ২১এ জুন রবিবার পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি সবে ২৬ বৎসর ছাড়াইয়া ২৭ বৎসরে পা দিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে মানুষ মারা পড়িলে কার না দুঃখ হয়? তাহাতে আবার প্রমদাচরণের মত লোক বেশী মেলে না, সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে যে আমরা কি ব্যথা পাইয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারি না। এমন উৎসাহী, সত্যপরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক কি আমরা আর পাইব? তাঁহার জীবনচরিত কিছু বলি শুন।—

১৮৫৯ সালে অর্থাৎ ২৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকা-

তার নিকটস্থ ইটালী নামক স্থানে ১৮ই মে তাঁহার জন্ম হয়। তখন তাঁহার পিতা সেখানে পুলিসে একটা কর্ম্ম করিতেন।

ছেলে বেলায় প্রমদাচরণ তাঁহার পৈতৃক বাসগ্রাম সেনহাটীতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পড়া শুনায় তিনি বরাবর ভাল ছিলেন। পল্লীগ্রামে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িয়া ছেলেরা অনেকে দুষ্টামি শিক্ষা করে। প্রমদাচরণও দুষ্ট বালকদের দেখাদেখি যদি কখনও কোন দুষ্টামি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে খুব শাস্তি দিতেন। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। যার সংসারে মা নাই তার কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুর পর প্রমদাচরণের পিতা ও তাঁহার দাদা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন কিন্তু তবু তিনি বড় হইয়াও মা নাই বলিয়া কত দুঃখ করিতেন। বালককালে সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ না পাওয়াতে ছেলেদের কত ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বালককালে কত সময় বৃথা গিয়াছে, কত অন্যায় কাজ হইয়াছে, বড় হইলে তাহা স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বালক বালিকাদিগের উন্নতির জন্য একটা কিছু করিবেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় "সখা" বাহির করিয়াছিলেন।

পাঠশালা হইতে প্রমদাচরণ গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া যশোহরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন; তথা হইতে কোন কারণ বশতঃ পুনরায় নিজ গ্রামে আসিয়া বাঙ্গলা স্কুল হইতে ১৮৭২ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তিনি এক জন ভাল ছেলে ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রমদাচরণ যখন প্রথম ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স ১৩।১৪র অধিক হইবেনা, তখনই সকল ভাল বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইত। একবার মান্দ্রাজ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, প্রমদাচরণ সে সময় হেয়ার স্কুলের ছেলেদের নিকট হইতে অনেক টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ঐ স্কুলে ক্লাসের ছেলেদিগকে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে নানা ভাল বিষয়ের চর্চ্চা হইত। তিনি এই সময়েই বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন, বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছেলেবেলা হইতেই ছিল।

১৮৭৬ সালে এই স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় একটী বৃত্তি পান। ইহার পর তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়েন। এই সময়ে তাঁহার 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বিলাত যাইয়া পড়িবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইল। 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিতে হইলে চারি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়; প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়িলে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে ভর্ত্তি হন।

তাঁহার সংস্কৃত জানা ছিল, সুতরাং এল, এ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে লাটিন এবং বাটীতে বসিয়া ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এল, এ এবং 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। এই দুই পরীক্ষার জন্য

এক সময়ে প্রস্তুত হওয়া কিরূপ কষ্টকর তাহা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

১৮৭৮ সালে তিনি এল, এ পরীক্ষা দেন,—তাঁহার এক বিষয়ের লিখিত কাগজ দিতে একটু দেরী হইয়াছিল বলিয়া জনৈক সাহেব তাঁহার কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলেন, এই জন্য তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

১৮৭৯ সালে তিনি 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষায় তৃতীয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। এই জন্য তিনি নিতান্ত হতাশ না হইয়া অন্য কি উপায়ে বিলাত যাইয়া পড়িতে পারেন তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৎসরে তিনি ক্যাথিড্র্যাল মিসন কালেজে এল, এ পড়িতেছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি এত অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া দিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নকিপুর এন্‌ট্রান্স স্কুলে তিনি কিছু দিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই স্কুল উঠিয়া গেলে কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতার সিটি স্কুলে এক শিক্ষক হন।

তিনি কেবল পরীক্ষার বইগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, ভাল বই দেখিলেই কিনিতেন ও পড়িয়া ফেলিতেন। বাড়ী হইতে যে টাকা পাইতেন, তাহাতে বই কেনার ব্যয় কুলাইতনা বলিয়া নিজে 'প্রাইভেট' পড়াইয়া সেই টাকাতে বই কিনিতেন। তিনি অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া কর্ম্মকাজে লাগিয়াছিলেন অথচ নিজে ঘরে বসিয়া এত ভাষা শিখিয়াছিলেন ও এত বিষয় জানিয়াছিলেন যাহা তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় বয়সের লোকে জানে না।

কালেজ ছাড়িয়া যখন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন মনে দেশের কিছু ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তিনি ছোট ছোট ছেলেদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাদের উন্নতির জন্য কি করা যায়। তিনি সিটি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু ছেলেদিগকে একটু পড়াইয়াই তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইত না। তাহাদের চরিত্র কিসে ভাল হয় এই চিন্তা সর্ব্বদা করিতেন। ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতেন, খেলিতেন, গল্প করিতেন। ক্রমে 'সখার' ভাব তাঁহার মনে আসিল এবং অনেক দিনের পরিশ্রমের পর ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সখা' প্রকাশ করিলেন।

এই 'সখা'র জন্য তিনি কত খাটিয়াছেন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। না খাইয়াও ইহার জন্য টাকা জমান, রাত্রি জাগিয়া পড়া, ইহার ছবি যোগাড় করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, এই করিতে করিতে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই 'সখা' তিনি যখন বাহির করিলেন তখন অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,এ কাগজ টেকিবে না, ইহা চালাইলে ক্ষতি হইবে, এ কাগজ ভাল হইবে না, এমন কি তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধবে তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে কাজ ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা সহজে ছাড়িতেন না। তিনি কাহারও কথায় ভয় না পাইয়া ইহার উন্নতির জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং অবশেষে উন্নতি করিয়া তুলিলেন।

তিনি যেমন সহজে দমিতেন না, তেমনি নিজের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বড় হইবার প্রতিজ্ঞা ছিল। 'সখা'র যে এত উন্নতি করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন বড় লোকের দ্বারস্থ হন নাই। পরিচিত অনেক বড় লোক ছিলেন 'সখা'র জন্য কখনও কাহার নিকট উপযাচক হন নাই। নিজের

উপর নির্ভর করিয়া নিজে দাঁড়াইব, এই তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবার ও নিজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বড় প্রবল ছিল, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে যান। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া এখানে বসিয়া বিলাতের বি, এ পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। বিলাতের ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার এক রকম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতার ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইল না। এখানে থাকিয়া বিলাতের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না এ বিষয় বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে বিলাত যাইবার জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়েও অনেকে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি যাঁহাদিগকে তিনি পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন সেই সকল গুরুজনও তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিতেন না। অনেক চেষ্টার পর তাঁহার বিলাত যাওয়া ঠিক হইয়াছিল, তাঁহার দাদা এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু তাঁহাকে পড়িবার খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সমুদায় স্থির হইল। বিলাত যাইবার জন্য বাটী হইতেও বিদায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী হইতে আসার কিছু দিন পরেই এই কঠিন ব্যারাম হওয়াতে তাঁহার আর ইংলণ্ডে যাওয়া হইল না।

তিনি ভাল ভাল লোকের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" "চিন্তাশতক" এবং "সাধী" নামে তিনখানি বই লিখিয়াছিলেন। তোমাদের অনেকে তাহা পড়িয়া থাকিবে।

এইরূপে খাটিতে খাটিতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল। সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেও খাটিতে ছাড়িতেন না। গত বৎসর এই সময় একদিন সিটিস্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিল, তিনি ছেলেদের অনুরোধ ছাড়াইতে পারিতেন না, বক্তৃতা করিতে গেলেন। এত জোরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাসাতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মুখ দিয়া অনেক রক্ত উঠিল। তার পরদিন হইতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। এক সময়ে বোধ হইল বুঝি সারিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রথমে ডাক্তারি, তৎপরে কবিরাজী, তৎপরে হোমিওপেথি, তৎপরে আবার কবিরাজী, যত রকম দেখা হইল কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় এক বৎসর কাল ক্ষয় কাশ রোগে ভুগিয়া বিগত ২১ এ জুন রবিবার, খুলনায় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়াও সর্ব্বদা পরের জন্য ভাবিতেন। তাঁহার অন্যায়ের প্রতি বড় বিদ্বেষ ছিল, একবার তাঁহার একজন আত্মীয় কোন আপীষে কর্ম্ম পাইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাতে তিনি সর্ব্ব প্রথম হইলেন তথাপি আপীষের কর্ত্তা ইংরাজ, একটা সামান্য ছল করিয়া তাহাকে কর্ম্ম না দিয়া সে কাজ অন্যকে দিলেন। তিনি তখন বড় পীড়িত; শুনিয়া তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি বলিতে লাগিলেন;—"কি বলিব আর বল শক্তি নাই, তাহা না হইলে একবার ইহাদের অন্যায় বিচারের কথা কাগজে লিখিতাম।"

তাঁহার যখন অত্যন্ত পীড়া তখন একদিন শুনিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটী বালিকাকে লোকে বলপূর্ব্বক একটী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতেছে। ঐ বালিকার মাতা অনাথা বিধবা, তাঁহার ইচ্ছা নাই, তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে জোর জবর করিয়া ঐ কাজ করাইতেছে। ইহা শুনিবা মাত্র তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের জন্য কতই ভাবিতে লাগিলেন, নিজের টাকা দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিতে পারিলেন না। এজন্য প্রাণে বড় দুঃখ রহিল।

একদিন রোগ শয্যায় পড়িয়া শুনিলেন যে তাঁহার ভবানীপুরস্থ একজন ব্রাহ্ম বন্ধুও তাঁহার মত ক্ষয়-কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, সে বন্ধুটী অতি দরিদ্র। তিনি একজন লোকের হাতে ৫৲টী টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন—"তাঁহাকে বলিবেন, ইহা অতি যৎসামান্য হইল, আমি নিজে পীড়িত তাহা না হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার সেবা করিতাম।"

পিতৃ মাতৃ হীন ছোট ছোট গরিবের ছেলেদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তাহাদিগের জন্য একটা "আশ্রয়-বাটিকা" নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া মানুষ করিতে হইবে, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিছু টাকা হইলে ঐ কাজ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা ছিল; রোগে পড়িয়াও সেই ভাবনা ভাবিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রলাপ বকিতেন। তিনি ছোট ছোট ছেলে এত ভাল বাসিতেন যে, এই ত রোগ যাতনা, কথা কহিতে কষ্ট হয়; তখনও একটী ছোট ছেলে আসিলে তাহার সঙ্গে কত কথা কহিতেন, কত উপদেশ দিতেন, কত উৎসাহ দিতেন।

ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। রোগ শয্যায় সর্ব্বদা একখানি ব্রহ্ম সংগীত তাঁহার বালিশের কাছে থাকিত। গাইতে জানেন এমন কোন লোক দেখিতে পাইলেই ঈশ্বরের নাম গাইতে অনুরোধ করিতেন। নিজের পীড়ার বিষয়ে কৌতুক করিয়া বলিতেন—"আমি পিতার দুষ্টু ছেলে, তাঁর কথা শুনি নাই, স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাই পিতা আমাকে সাজা দিয়াছেন, এত মাস বিছানায় ফেলিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই ভাবিয়া রোগ যাতনা সহ্য করিতেন। যেদিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেদিন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি যখন কাঁদিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন "তোমরা কাঁদ কেন, ঈশ্বর আমাকে টানিয়া লইতেছেন।"

তিনি প্রতিদিন যে যে কাজ করিতেন, দৈনন্দিন লিপিতে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেই দৈনিক বিবরণগুলি পড়িলে দেখা যায় যে, এমন দিন যায় নাই যে দিন তিনি ভাল হইবার জন্য একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই।

গরিবের প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া ছিল। এক দিন রাস্তায় এক খোঁড়ার সহিত তাঁহার দেখা হয়, তথায় সে তাঁহাকে নিজের দুঃখ সমুদায় বর্ণনা করিয়া বলে, তিনি এই খোঁড়ার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাহাকে তাঁহার নিজ বাসায় গাড়ী করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া সুস্থ করিলেন এবং পরে তাহার দুঃখের কারণ সমুদায় শুনিলেন। তিনি তাহাকে একটী ক্ষুদ্র দোকান করিবার জন্য কিছু টাকা দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে খবর লইতে লাগিলেন। দোকান চলিল না দেখিয়া তিনি নিজের ব্যয়ে তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

এইরূপে পরের জন্য ভাবিতে ভাবিতে ও খাটিতে খাটিতে প্রমদাচরণের জীবন শেষ হইয়া গেল। এইরূপে জীবন গেলেইত জীবন ধন্য হয়। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে যে দেশের একটা বড় লোক হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসময়ে আমরা ইঁহাকে হারাইলাম। যাহা হউক জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এস পাঠক পাঠিকাগণ। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরকালেও আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।



ঈশ্বরের দয়া।

জগদীশ।

এ ভব ভবন মাঝে
যে দিকে নয়ন চাই,
তোমার করুণা আহা।
কেবলি দেখিতে পাই।

২

তোমার আদেশে রবি
উজ্জ্বল কিরণ ময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ব্যাপিয়া বয়।

৩

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা যেন
উছলি উছলি হাসে।

৪

আঁধার গগণে যবে
কোটী তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা তাহে
জলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫

পাখীরে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বিজলী, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা।

৭

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না স্থধিতে বলে মরি।
তোমার স্নেহের কথা।

৮

যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই,
কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই।

৯

ভাঙিলে ভবের খেলা
কোলেতে দিতেছ স্থান,
ভাবি নে ডাকি নে তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"।

১০

নাহি চাও প্রতি দান
নাহি বাধ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভাল বাসা।

১১

কিছুই চাহিনে আব
তোমাব চরণ তলে,—
তুমি যাব, সে আবাব
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

১২

এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমি যে আমাব, ইহা
সদা যেন মনে রাখি।

১৩

যে জ্ঞানেতে তুমি নাই,
নাহি চাই সেই জ্ঞান।
সাধিতে তোমাব কাজ
যায় যেন মম প্রাণ।

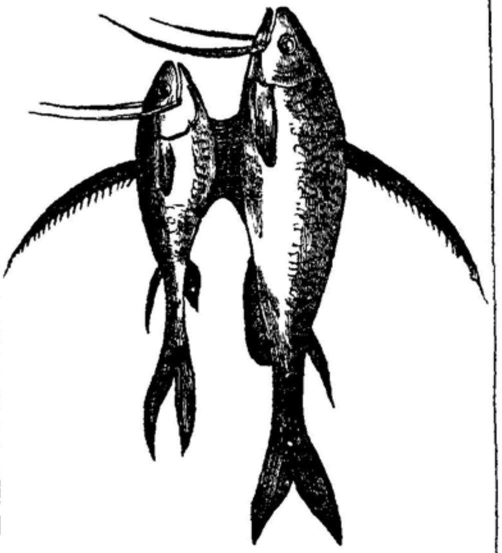
১৪

অন্তিমে তোমাব পায়
ঠাঁই যেন পাই হবি।
ধব ধব প্রাণ ভ'বে
ও পদে প্রণাম কবি।

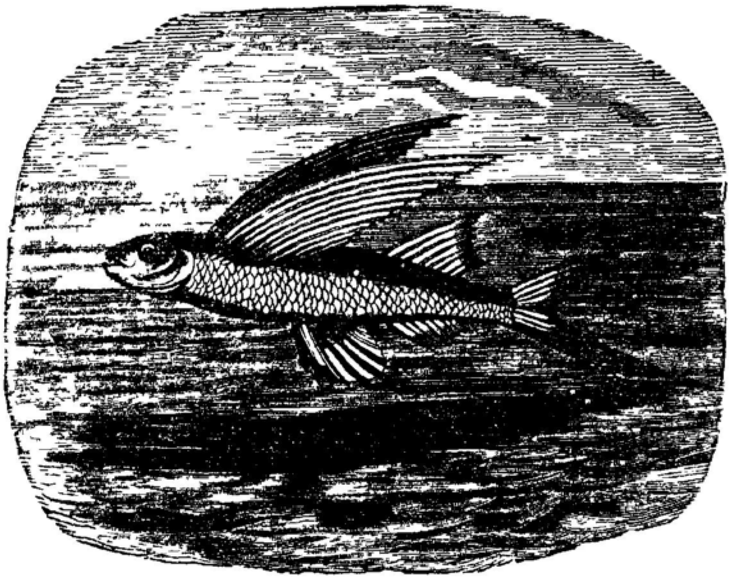
মাছের কথা।

মাছ অনেক বকমেব আছে, আমবা সচবাচব যে কয়েক বকমেব মাছ খয়া থাকি তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন এবং অনেক আশ্চর্য্য বকমেব মাছ কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

বালক বালিকাগণ! নিম্নে এক আশ্চর্য্য মাছেব



ছবি দেখ। দুইটী মাছ এক সঙ্গে যোড়া বহিয়াছে। একটী মাছ যেখানে যাইবে আব একটীকেও তথায় যাইতে হইবে। আজ ৩৮ বৎসর হইল সিলমান নামক একজন বিলাতেব পণ্ডিত আমেরিকায় উত্তর কারোলিনা নদীব মোহানার নিকট এই যোড়া মাছটী পাইয়াছিলেন; তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে আপনার দেশে লইয়া আইসেন।



সমুদ্রে এক প্রকার মাছ আছে, তাহারা উড়িতে পারে। আমাদের নদীর কি পুকুরের মাছ কেবল-মাত্র সাঁতার কাটিতে পারে, কিন্তু যে মাছের কথা (ছবি দেখ) বলিতেছি, তাহারা সাঁতার কাটে আবার জলের উপরে বাতাসেও উড়িয়া বেড়ায়। কতবার তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের উপর আসিয়া পড়ে, পড়িয়া ক্লান্ত হইয়া যায়, আর উড়িতে পারে না এবং নাবিকগণ ধরিয়া ফেলে। এই মাছগুলি যখন রৌদ্রের সময় দল বাঁধিয়া জলের উপর দিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে যাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিতে বেশ দেখায়। ইহাদের পিঠের উপরের বং ধূসর বর্ণ, পেটটা সাদা, ডানাগুলি গাঢ় নীল কেবল অগ্র-ভাগে পাকা কমলা লেবুর রঙ্গের মত একটা একটা ফোঁটা আছে। এইরকম নানা বর্ণের মাছ সূর্য্যের কিরণে উড়িতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়?

এই মাছকে আমাদের দেশে "উড়ুক্কু মাছ" বলে। ইহাদের কাহারও কাহারও চারিটী এবং কাহারও কাহারও দুইটী ডানা আছে। এই মাছ তিন চারি রকমের হয়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে গুলি দেখিতে সুন্দর তাহাদিগকে ভূমধ্য সাগরে এবং লোহিত সাগরেই দেখা যায়। ইহারা অনেকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না। অধিকদূর উড়িতে হইলে এক একবার ইহা-দিগকে জল ছুঁইতে হয়। জল না ছুঁইয়া প্রায় ১২০ হাত যাইতে পারে, তার পর একবার জলে একটু সময়ের জন্য আসিয়া ডানা ভিজাইয়া আরও ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। উড়িবার সময়ে ইহারা জলের চারি হাতের অধিক উপরে উঠে না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজে যাও তবে এ রকম মাছ কত দেখিতে পাইবে। জাহাজের বাহিরে একটা আলো লইয়া বসিয়া থাকিও, দেখিবে তোমার

কাছে কত উড়ুক্কু মাছ উড়িয়া আসিবে। আমেরিকার জেলেরা এই রকম করিয়া কত মাছ ধরে।

উপরে যে মাছের কথা বলা হইল উহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কই, বোয়াল যেমন এক এক রকম মাছের নাম, "উড়ুক্কু"ও সেইরূপ।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয় গিরি।

(অবশিষ্টাংশ।)

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এ সকল যে বর্ণনা করিলাম,—ভূমিকম্প, ধূম, অগ্নিশিখা, ধূলি ও প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি যাহার কথা পূর্ব্বে বলিলাম, সে সকল উৎপাত আগে দেখা যায়। কিন্তু এ সব অপেক্ষাও ভয়ানক একটা আছে। যেন আগে জন কতক ফৌজ পাঠাইয়া কিছু গোলযোগ করিয়া তার পর সেনাপতি নিজে এসে হাজির হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া চারিদিকের গ্রাম সহর সমস্ত বিনষ্ট করিয়া, ঘর দ্বার সব ভাঙ্গিয়া দিয়া, জীবজন্তু ধ্বংশ করিয়া এবার যেন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। সব লণ্ডভণ্ড করিয়া এবার আবার নূতন মাটি দিয়া গড়িতে হইবে।

তুবড়ী ছোড়া শেষ হইয়া গেলে যখন সেটা আনিতে যাও, তখন তার গায়ে কি লাগিয়া থাকে?"

চন্দ্র—"হাঁ, আমি দেখেছি তার মুখের দিক থেকে কি যেন গলা গলা সব বাহির হ'য়ে তুবড়ীটার গায়ে লাগে আর গড়িয়ে মাটিতেও গিয়া পড়ে, সে গুলা কি গা?"

দেবেন্দ্র—"হাঁ, আমিও দেখিতে পাই বটে।"

নবীন বাবু—"সত্য কথা, সকলেই প্রায় দেখে যে ছোড়া হয়ে গেলে তুবড়ীর গায় তার ভিতরের গন্ধক ও অন্য অন্য নানা জিনিষ গলিয়া লাগিয়া যায়। প্রকৃতির তুবড়ীর বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। আগ্নেয় পর্ব্বতের যখন অগ্ন্যুৎপাত হয় তখনও ঐরূপ কাণ্ড সকল প্রথমে হইয়া থাকে,—এদিকে তাহার ভিতরে পৃথিবীর গর্ত্তে যে সব ধাতু, মাটি, পাথর, গন্ধক প্রভৃতি সামগ্রী আছে, সে সমস্ত গলিয়া এক রকম আগুনের সমুদ্রের মত হইয়া তেজে উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। তেজ অল্প হইলে শুধু ভূমিকম্প হইয়াই থামিয়া যায়, আর একটু বেশী হইলে ধোঁয়া বাহির হয়, আর ঐ দ্রব (গলা) পদার্থ রাশির কিছু কিছু তেজে ঐ ধূমের সহিত পর্ব্বতের চূড়া দিয়া আকাশে বাহির হইয়া পড়ে। অনেক উপরে উঠে বলিয়া ঐ দ্রব পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি বা বালির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আসিবার সময়ে পথে যে সকল পাথরের চাঁই দেখিতে পায়, তাহারা উহার ভয়ানক তেজ থামান দূরে থাকুক, সেই তেজে উহারই সঙ্গে পর্ব্বত হইতে

আকাশে উঠিয়া কত দূরে গিয়া পড়িতে থাকে, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তখনও সেই ভিতরকার সমুদ্রের দুই একটা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সমুদ্রকে তখনও দেখা যায় নাই। অবশেষে ওসকল উৎপাত কম হইয়া আইসে, আর পর্ব্বতের উপরিস্থ সেই কড়ার মত গহ্বরটা ভিতরের গলা পাথরাদিতে পরিপূর্ণ হয়। দ্রব পদার্থের সাগরে আর ঢেউ নাই, সাগর এখন স্বয়ং উথলিয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতের শিখর দেশের গহ্বর হইতে পৃথিবীর ভিতর পর্য্যন্ত যে নল আছে বলিয়াছি, ঐ নল দিয়া ক্রমে ক্রমে চূড়া পর্য্যন্ত দ্রব ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতির সেই সমুদ্র উথলিয়া উঠে ও ঐ গহ্বরটী পরিপূর্ণ করে। সেটী কিন্তু বেশী বড় নয়, কাজেই তার মধ্যে কতক্ষণ সেই সাগরে গলা সামগ্রীর স্থান হ'বে বল? কাজেই উহার যে দিক নীচু, সেই দিক দিয়া গড়াইয়া অগ্নি-সমুদ্রের তরল পাথর পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহারই নাম (Lava) "লাভা"। প্রায়ই আগ্নেয়গিরির গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর থাকে, সেই ছোট ছোট গহ্বরগুলি দিয়াও দ্রব পদার্থের স্রোত বহিতে দেখা যায়। কখন কখন পর্ব্বতের গা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া থাকে। কখন বা নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেখানে নূতন আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপন্ন করিতেও দেখা যায়। এই দ্রবপ্রবাহ বড় ভয়ানক। ইহাই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের মূল কারণ, এবং ইহাদ্বারাই আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদ্বারা সমুদ্রের কত শত দ্বীপও নির্ম্মিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন নামক একজন বিখ্যাত সাহেব আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ড সম ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের নিকট নেপলস্ দেশে ৩০ ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন। তিনি ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকবার উহার ভয়ানক উৎপাত স্বচক্ষে দেখিয়া যেরূপ সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আগ্নেয়গিরির বিষয়ে বেশ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার, তা না দেখিলে কিছুই অনুভব করা অসম্ভব। তথাপি তোমাদের জন্য আমার না-দেখা কথা অপেক্ষা তাঁহার এক বারের বর্ণনা হইতে কতকটা বলি শুন।

"১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পর্ব্বতে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলিঃ-

'১৫ই জুন রবিবার রাত্রি দশটার সময়ে হঠাৎ একটা ভূমিকম্প হইল, বাহিরে গিয়া দেখি পর্ব্বতের চূড়ার উপর ও চারিদিকের ছোট চূড়ার (গতবারের ভিসুভিয়সের চূড়ার ছবি দেখ) উপর দিয়া ভয়ানক অগ্নিশিখা ও কাল ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইরূপ ভলকে ভলকে এমন কি ১৫টা স্থান দিয়া অগ্নি ও ধূম বাহির হইতে দেখিলাম। বজ্রের মত ভীষণ গর্জ্জনে কাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তার পর বোধ হইল যে দ্রব পদার্থের প্রবাহ সকল পর্ব্বতের চূড়া ও গায়ের নানা স্থান দিয়া বাহির হইয়া গা বহিয়া নীচে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

'এদিকে ক্রমাগত যেন ঝড়ের সময় সমুদ্রের ডাকের মত হুঁ হুঁ শব্দ অনবরত হইতেছে, ওদিকে যেন শত সহস্র হাউই এক সঙ্গে ছুড়িলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, তেমনি ভয়ানক শব্দে হাজার হাজার পাথরের চাঁই, আকাশে মহাতেজে শাঁ

করিয়া ছুটিতেছে ও কতদূরে গিয়া পড়িয়া গৃহদ্বার জানালা চুরমার করিয়া দিতেছে; আবার তার মধ্যে ঘনঘন লক্ষ লক্ষ কামান একত্রে আওয়াজ করিলে যেমন শব্দ হয় বা শত শত বজ্রাঘাত উপরি উপরি হইলে যেরূপ হয়, তেমনি শব্দে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছে; আকাশ যেন ফাটিয়া যাইবে। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইবে। পর্ব্বত যেন চূর্ণ হইবে!! সে দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনার দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব।

'পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে পর্ব্বতের গা বহিয়া দ্রব পদার্থের স্রোত নীচে আসিয়াছে এবং পর্ব্বতের নিম্নের "টরিডেল্ গ্রেকো" (Torredel Greco) নামক নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার অধিকাংশ স্থল দগ্ধ ও উচ্ছন্ন করিয়া শেষে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। যেখানে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে তথায় ৮০০ হস্ত চওড়া,৮ আট হাত জলের ভিতর ও ৮ আট হাত উচ্চ সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ ষোল হস্ত পুরু একটী নূতন অন্তরীপ প্রস্তুত হইয়া গেল। জলের মধ্যেও প্রায় ৪২০ চারি শত কুড়ি হস্ত লম্বা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ দ্রব-স্রোত যে কি ভয়ানক গরম তাহার কল্পনাই হয় না। এত পথ চলিয়াও যখন জলে পড়িয়াছে, দেখিলাম যে সে স্থলের জলরাশি টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। এমন কি আমি প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত দূরে ছিলাম আমার নিকটের জলেও প্রচুর ধূম উঠিতেছিল, ও উহাতে হাত দিবা মাত্র আমার হাত বাস্তবিকই পুড়িয়া গেল। আমাদের নৌকার তলায় যে পীচ দেওয়া ছিল মাঝি দেখিল তাহা ঐ উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে ও নৌকায় জল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই আমরা তাড়াতাড়ী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম।' এইরূপ কত ভয়ানক কথা এর পর শিখিবে, এখন সে সমস্ত কথা বলা অসম্ভব।"

অমূল্য—"দাদা বাবু! দ্রব-প্রবাহ কি রকম—ভাল করিয়া বলুন না, কতকটা বুঝিয়াছি বটে কিন্তু ওবিষয়ে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

নবীন বাবু—"যথার্থ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে কিরূপে এমন কঠিন বিষয় তোমরা বেশ্ মনে ধারণা করিতে পারিবে। এ নিজে না দেখিলে তেমন উত্তমরূপে বুঝা কঠিন। তবু এস দেখি যতটুক্ পার শুন। যখন ঐ স্রোত বহিতে থাকে তখন তাহার চেহারা বড় ভয়ানক। তোমরা মনে কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারিবে প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, ৮।১০।১২ হাত উচ্চ একটা গলা পাথরের নদী চলিয়াছে। তাহার উত্তাপে নিকটে যায় কার সাধ্য? জ্বলন্ত রক্তবর্ণ, উপরটা ধোঁয়ায় ঢাকা, ভিতরে যেন হাপর। তোমরা কখন লৌহ গলাইবার হাপর দেখ নাই তাহা হইলে বেশ্ বুঝিতে পারিতে। যাহা হউক এই অগ্নিময় পাথরের নদী চলিয়াছে, সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, অল্পক্ষণ মধ্যেই ইহার ভয়ানক গরমে পুড়িয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় মন্দির, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে, সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে ধ্বংশ করিতে করিতে কতদূরই চলে তাহার ঠিক নাই। কখন কখন পর্ব্বত হইতে অল্প দূর গিয়াই থামিয়া যায়, কখন বা সাগরে গিয়া মিশে, কখন বা অনেক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। আইস্লণ্ড দ্বীপের "স্ক্যাপ্টার যোকুল" নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। তথাকার ১৭৮৩ সালের অগ্নিকাণ্ড ১১ই জুন আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। পর্ব্বতের দুই পাশ দিয়া দুটী

প্রবাহ বাহির হইয়া একটী ৫০ পঞ্চাশ মাইল, অপরটী ৪০ চল্লিশ মাইল পথ গিয়াছিল। প্রথমটীর বিস্তার ১২ হইতে ১৫ মাইল, অপরটীর প্রায় ৭ মাইল। চলিতে চলিতে ২০টী গ্রাম উচ্ছন্ন দেয় এবং ৯,০০০ নয় হাজারেরও অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ করে। তদ্ভিন্ন পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যে কত নষ্ট হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। এমন কি সে ক্ষতি আইসলণ্ড বাসীরা আজও পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই, "স্যাপটা" নামক ১৭৫ হাত চওড়া, ৪০০ হাত গভীর একটী পার্ব্বতীয় নদী ঐ দ্বীপে ছিল। দ্রব পদার্থের স্রোত চলিতে চলিতে ঐ নদীতে গিয়া পড়ে এবং বহু দূর পর্য্যন্ত ঐ নদীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ যে কত দ্রব পদার্থই বাহির হইয়াছিল!!

"ক্রমে যত পুরাতন হয় এই প্রবাহের উপরিভাগের পাথরের চাঁইগুলি তত জমাট বাধিয়া কঠিন হয়, এমন কি তখন দেখিলে বোধ হয় যেন রাশি রাশি পাথর এক সঙ্গে জমাট করিয়া কোন দৈত্য সেই চাঁই পিছন থেকে ঠেলিয়া দিতেছে। উপরে কঠিন পাথর, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। আর বাস্তবিকও কত লোক প্রথম দিন পলাইতে না পারিয়া কোন উচ্চ স্থানে লুকাইয়া থাকে, পরে শুকাইয়া গেলে ঐ কঠিন পাথরের উপর দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। উপরের ঐ কঠিন আবরণের ভিতরে কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড তা বুঝিতেই পারিতেছ। সে আগুণ অনেক দিন পর্য্যন্ত নিবে না। ১০।১৫ দশ পনের বৎসর পর্য্যন্তও তাহার উপরের ফাটল দিয়া ভিতরের গরম ভাব উঠিতে দেখা যায়; তাহাতে হাত নিশ্চয় পুড়িয়া যাইবে।

সাগরের গর্ভেও আগ্নেয়গিরি থাকে। তাহাদের যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন প্রায় ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে, অনেক স্থলে নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নূতন গহ্বর থাকে তাহা হইতে আবার উৎপাত হয়। এইরূপেই সিসিলী দ্বীপে এটনা, আইসলাণ্ডের হেক্লা, কেনেরী পুঞ্জের টেনেরীফ্ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।"

অনেক রাত্রি হওয়ায় আজ এইখানেই গল্প শেষ হইল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বাড়ী গেলেন।

ছেলেবেলায় নেলসন্।

সকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজেরা জলযুদ্ধে বড়। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে জাহাজে লড়াই হইলে আজ কাল কোন দেশের লোকই ইংরাজকে পরাজয় করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগকে জলের রাজা বলে। কাহার জন্য তাহারা এত বড় হইলেন জান? তিনি হোরেসিও নেলসন্। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের মহা যুদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও সাহসের গুণে জয় লাভ করেন। নেলসনের সমস্ত জীবন চরিত

আজ তোমাদিগকে বলিব না। তিনি যখন তোমাদের মত ছেলেমানুষ ছিলেন সেই সময়ের দুই একটী কথা শোন। দেখিতে পাইবে যাঁহারা বড় লোক হন ছেলেবেলা হইতেই তাঁহাদের বড় লোক হইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নেলসন্ যাহা করিব বলিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁর সাহসের কথা শুনিলে গল্প বলিয়া বোধ হয়। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি একদিন একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার কাকা কোন জাহাজের কর্ত্তা হইয়া এক যুদ্ধে যাইতেছেন। তাঁহার দেড় বৎসরের বড় এক দাদা তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বলিলেন "দাদা, শীঘ্র বাবাকে পত্র লেখ, আমি কাকার সঙ্গে লড়ায়ে যাব।" কত লোক তাঁকে কত বুঝাইল; কত লোক কত ভয় দেখাইল, কেহ বলিল এক গোলার চোটে তোমার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইবে, কেহ বলিল সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না; কিন্তু তিনি শুনিলেন না। একবার যাহা বলিয়াছেন তাহা ফিরাইলেন না। তাঁহার পিতা তাঁহার স্বভাব জানিতেন, তিনি বড় অধিক আপত্তি করিলেন না; হোরেসিও হাসিতে হাসিতে কাকার সঙ্গে যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। সে যুদ্ধে তাঁহার নাম বাহির হয়।

ইউরোপের উত্তরে কোথায় কি দেশ আছে তাহা তখনো সকল আবিষ্কার করা হয় নাই। কতবার কত লোক জাহাজে চড়িয়া দেশ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন; কেহই বড় একটা কিছুই করিতে পারেন নাই। সে দেশে বড় শীত। জল পর্য্যন্ত জমিয়া যায়। কত লোক তথায় যায়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক এই সময়ে আর একজন কাপ্তেন এক জাহাজ লইয়া এ অঞ্চলের দেশ আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন। নেলসন্ তাঁহাদের সঙ্গে যান। এখন তিনি ছেলেমানুষ হইলেও অনেকের জানিত লোক। তিনি কয়েক জন গোরার কর্ত্তা হইলেন।

তাহার পর কি হইল শোন। এক জায়গায় জাহাজ বাধিয়াছে, চারিদিকে বরফ, রাত্রি দুই প্রহর, অত্যন্ত কুয়াসা দিয়াছে। কাজে কাজেই বড় নজর চলে না। এমন সময় নেলসন্ এক জন বন্ধুর সহিত জাহাজ হইতে কাপ্তেনের অনুমতি না লইয়া নামিলেন; তাঁহারা ভল্লুক শিকার করিবেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক প্রকাণ্ড ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। উহা সর্ব্বদা বরফের মধ্যে থাকে বলিয়া ঠিক আমাদের দেশের ভালুকের মত নয়; কিন্তু খুব ভয়ানক। উভয়ে গুলি চালাইলেন, কিছুই হইল না। একটা ছুটা করিয়া চারিবার বন্দুকে আওয়াজ করা হইল, ভালুকের কিছুই হইল না। এদিকে বারুদ ক্যাপ ফুরাইয়া গিয়াছে; তখন সঙ্গী বলিলেন "হোরেসিও, চল জাহাজে পলাইয়া যাই"। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, বলিলেন "পালাব না, বন্দুকের ঘা মারিয়া ভালুকের মাথা ভাঙ্গিব।"

এমন সময় কুয়াসা ফুরাইয়া গিয়াছে। জাহাজের লোকে সকলে উঠিয়াছেন। নেলসনের বন্ধুগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছেন। সকলে দেখিলেন যে তিনি বন্দুকের বাঁটের আঘাতে এক ভয়ানক ভালুক মারিতেছেন। জানোয়ারটা তাঁহাকে খাইতে আসিতেছে। জাহাজ হইতে কত লোক তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ বিউগিল বাজাইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি



শুনিলেন না। ভালুক মাবিয়া তবে ফিবিলেন। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা কবিলেন "ভালুক মাবিয়া কি কবিবে?" নেলসন্ উত্তর করিলেন "উহার চামড়া লইয়া যাইয়া বাবাকে দিব।"

বাস্তবিক, ভয় কাহাকে বলে নেলসন্ তাহা জানিতেন না। যখন তিনি খুব ছেলে মানুষ তখন এক রাখালের সহিত একদিন পাখী ধবিতে যান। খাবার সময় চলিয়া গেল। তবু তিনি ফিরিলেন না। সকলে খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে দেখেন যে বালক এক নদীর তীরে একেলা বসিয়া আছে। তাঁহার ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "একেলা বসিয়াছিলে, ভয় পাও নাই?" বালক সরলভাবে উত্তর করিল "ভয় কাকে বলে ঠাকুরমা; ভয় কেমন জিনিস?"

আব একটী তাঁহাব বিশেষ গুণ ছিল। তাহা এখনো তোমাদিগকে বলা হয় নাই। তিনি

মিথ্যার দিক্ দিয়ে যাইতেন না। একদিন খুব বরফ পড়ে। আমাদের দেশে যেমন জল হয় শীতপ্রধান দেশে সেইরূপ বরফও পড়িয়া থাকে। হোরেসিও ও তাঁহার ভ্রাতাদের স্কুলে যাইবার সময় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন আজ আর স্কুলে যাওয়া যাবে না। বরফে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পিতা উত্তর করিলেন, আচ্ছা বই লইয়া রাস্তায় বাহির হও, যদি না পার ফিরিয়া আসিবে। কয়েক ভাই পড়িতে যাইতে বাহির হইলেন, বড় ভাই বলিলেন "এত বরফে যাওয়া যাবে না।" কিন্তু হোরেসিও বলিলেন "তাহা হ'বে না, বাবা আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, যেমন ক'রে পারি স্কুলে যা'ব" এই বলিয়া তিনি স্কুলে চলিয়া গেলেন।

বালক বালিকাগণ। তোমাদিগকে অধিক কিছু বলিব না। তোমরা বোধ হয় নিজেই বুঝিতে পারিতেছ যে,বড় লোক হইতে হইলে ছেলেবেলা হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"ছেলে মানুষ বই ত নই, এখন শুধু খেলে দেলে বেড়াই, পরে ভাল ভাল কাজ করিব," এমন ভাবিলে কিছুই হইবে না। যে যে বিষয়ে বড় হইতে ইচ্ছা কর এই ছেলেবেলা হইতেই চেষ্টা কর। নহিলে আর হইবে না।

নূতন গল্প।

এক রাজা, তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজ-কর্ম্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটীকে দেখিতে পারে না।

"সোণার গাছ, রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে।" রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটীর কি হইল জানা গেল না, ছোটটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জন প্রাণী কিছুই নাই, সব খালি। এক ঘরে একটী মেয়ে ঘুমাইয়া আছে, তার মাথার কাছে রূপোর কাঠি, পায়ের কাছে সোণার কাঠি। সে পায়ের কাঠিটী মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটী পায়ের দিকে লইল, অমনি মেয়েটী জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "হায়। মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে। এ বাড়ীতে রাক্ষস থাকে। আমার বাবাকে খাইয়াছে, মাকে খাইয়াছে, বাড়ীর সকলকে খাইয়াছে, সে দিন দুটী রাজার ছেলে 'সোণার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে' এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কেন খায় নি জানিনে।" সে বুঝিতে পারিল যে মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল;—রাক্ষসগুলি সহজে মরিবে না, তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে, সেটাকে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে; তার পর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটী আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে তবে ঐগুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে, তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলিকে মারিয়া তারপর ঐ হাড়-গুলিতে এই সোণার কাঠি এবং রূপার কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ সকল

লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতিতে এই সকল কার্য্য সাধন করিল। রাক্ষসও মারিল, ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরও এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মনি ঠাকুর আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, "বাপু, তোমার মেয়েকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা টেবিল দাও, একটা ছুরি দাও, আর জল ও আগুন দাও। রাজা সকলই দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংসগুলি ফেলিয়া দিলেন। পরে হাড়গুলি পরিষ্কার করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপূর্ব্বক জল ছড়াইয়া দিলেন, আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ সব তো গেল গল্প। সত্যি সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। চোরা সান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন, এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরাজি কাগজে নিম্ন লিখিত গল্পটী পড়িয়াছি।—

"বিলাতের একজন ডাক্তার একটী ছোট কুকুরের গলার শিরা কাটিয়া দিলেন, কুকুরটী দেখিতে দেখিতে রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে পর তিন ঘণ্টা কাল একটা ঘরে কুকুরটাকে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটী শক্ত হইয়া গেল। তার পর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। হাত পা গুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে পর শরীরটা যেন বেশ নরম হইল। তার পর সাহেব একটা রবারের নল দিয়া তাহার পেটে তিন ছটাক রক্ত পূরিয়া দিলেন। একটা কল দিয়া কৃত্রিম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করান হইতে লাগিল; এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটীর গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল কার্য্য একবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগিলেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর এক জন ক্রমাগত তাহার শরীরটা মাজিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরটীর চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শরীরটী একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তার পর কুকুরটী হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল, শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তার পর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, একটু একটু কোঁকাইতেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটী উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া তার পর হাঁটিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

"সাহেবদের গরু বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তার মহাশয় একটী বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটী ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।"

আমরা ছোট খাট রকমে এক প্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক এক বার করিয়া থাকিবেন। মাছি গুলিকে দু একটা চড় চাপড় মারিলেই তাহারা মরিয়া যাইতে রাজি হয়। একটী মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুনরায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটীকে এক হাতে রাখিয়া আর এক হাত দিয়া তাহার উপর একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেও। ঘরের একটী ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটী বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পাঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন চারি দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

সখা

তৃতীয় ভাগ। অষ্টম সংখ্যা।

আগষ্ট, ১৮৮৫।

(প্রাপ্ত)

শোক-সঙ্গীত।

১

কেমনে কহিব 'সখা' !—শুনে যে ঝরিছে আঁখি
"গিয়াছেন সম্পাদক আমাদের দিয়ে ফাঁকি" !
শত বজ্রাঘাত হেন, মরমে বাজিল যেন,
নাই সে "প্রমদা বাবু" এ জগতে নাই ?
কেরে আজ কেড়ে নিলি আমাদের ভাই !

২

সন্ধ্যায় যে শশী ছিল তায় রাহু গরাসিল,
উজ্জ্বল জ্যোছনা, আহা না হ'তে প্রকাশ
পূর্ণিমায় অমাবস্যা একি সর্ব্বনাশ !

৩

এত যে উন্নতি আশা, স্বদেশের ভালবাসা
মঙ্গল কামনা এত, কিছুই হল না ?
পাযাণ শমন তাঁরে সময় দিল না !

৪

অবোধ বালকগণে, প্রাণপণে সযতনে
কে শিখাবে নবনীতি ? প্রতিমাস এসে,
কে দিবে তোমাতে 'সখা' ! এত মধু ঢেলে ?

৫

'সখা'র উন্নতি তরে কে আজি যতন করে ?
ভীষণ আষাঢ় মাস ! কেন তুই এলি,
ভাঙিলি নবীন তরু না উঠিতে কলি !

৬

হায়রে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
অকালে এহেন জনে করিল হরণ,
এমন কঠিন মন তোরই শমন !

৭

প্রিয় শিশু ভাই বোন ! তোদের কোমল মন
কতই ব্যথিত আজ ! বলিতে না পারি,
(আমাদের বুক ফাটে, বলিব কি করি।)

৮

যে তোদের অবিরত, দিতে ছিল শিক্ষা কত
সে শিক্ষক সে বান্ধব আজ আর নাই।—
কাঁদে না পাষাণ কেবা মনে করি তাই ?

৯

তিনটী বছর ধরে, তোদের কল্যাণ তরে
খেটেছেন, খাটিতেন আর (ও) কত, হায়
আজি তা ভাবিতে শুধু বুক ফেটে যায়।

১০

উৎসাহেতে পূর্ণ মন, ছিল আশা অগণন
ধরিল নিদয় রোগ এমন সময়,
স্বদেশ বৎসল যুবা মাগিল বিদায় !

১১

কোথা সে উন্নতি তাঁ'র, মানবের উপকার,
কোথা র'ল চির সাধ ইংলণ্ড ভ্রমণ
কিছুই না হ'তে হল অকাল মরণ !!

১২

চলি গেছে মহামতি যথা সে অমরাবতী
অনন্ত শান্তির রসে হয়েছে মগন।
আঁধার এ বঙ্গভূমি বঙ্গবাসী মন।

১৩

তিন বছরের ছেলে তুমি 'সখা'। পড়ে রণে,
এখন ভরসা যত অনাথ-পালকে
তাঁরাই নেবেন কোলে কাঙ্গাল বালকে।

১৪

দেশের রতন গুলি, কেবল পড়িছে খুলি
জ্ঞানী ধনী গুণী মানী মরিছে সবাই;
মরিলা "প্রমদা বাবু" আমাদের (ই) ভাই।

১৫

আয় আয় ভাই বোন, খুলিয়া পরাণ মন
আমরা চাহিরে ভিক্ষা বিভু পদ তলে,
রাখুন সে মহাত্মারে, স্নেহময় কোলে।

১৬

যা'ক দিন মাস বর্ষ, ভারত পাউ[illegible] হর্ষ,
লভুক অভাগা 'সখা' পরম উন্নতি
ফুরাবে না আমাদের এ বিষাদ গীতি।

অন্ধদিগকে দয়া কর।

সময় নাই, অসময় নাই, যখনই কোন সহরের বড় রাস্তায় বাহির হও তখনই দেখিতে পাও যে, কত অন্ধ রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি করিয়া ভিক্ষার জন্য কাতরোক্তি করিতেছে। সমস্ত দিন না খাইয়া সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করে, পরে সন্ধ্যা হইলে যখন গাড়ী ঘোড়ার চলতি কমিয়া আইসে তখন যথা-সাধ্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। এইরূপ করিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু পায় তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গ্রীষ্মকালে যখন আমরা ছাতি লইয়াও রাস্তায় চলিতে ক্লেশ পাই, তখন বিনা ছাতিতে দুই প্রহরের সময়ে পথে বসিয়া থাকা, এবং শীতকালে রাত্রিতে যখন আমরা লেপের মধ্যে শুইয়া থাকিয়াও আরাম বোধ করি না, তখন প্রায় শুধু গায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভিক্ষা করা কি কষ্ট তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন কালেই তাহাদের কষ্টের বিরাম নাই।—নির্জ্জন রাত্রিতে যখন রাস্তায় লোকের চলাচলতি কমিয়া আসিয়াছে তখন 'কাণা অন্ধকে দয়া কর মা; অনাথ অন্ধকে দয়া কর মা' [illegible] এই কাতরোক্তি শুনিলে কি কষ্ট হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পার। শরীরের সুখ, অসুখ, রোগ, শোকের প্রতি দৃষ্টি নাই, সব সময়েই বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

আবার যাহাদের ঘর দোর, আত্মীয় স্বজন নাই তাহাদের আরও কষ্ট। পরের বাড়ীতে থাকিয়া, পরের সাহায্যে পথ চলিয়া যাহা পায় তাহারও অংশ যাহারা আশ্রয় দেয় তাহা-দিগকে দিতে হয়। এই কষ্টের রোজগারের যৎ-সামান্য অংশের জন্যও পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। ইহা হইতে আর কি দুঃখ আছে? যাহাদের চক্ষু নাই, চেতন জীব হইয়াও যাহারা



ARTIST PRESS

অচেতন পদার্থের ন্যায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাদের মত দুঃখী আর কি কেহ আছে ?

আমাদের দেশের অন্ধদের এইরূপই দুরবস্থা। তাহাদের দুঃখ, কষ্ট দেখিবার লোক নাই। যদি এই দুঃখীদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার কোন-রূপ উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ তাহাদের এমন দুরবস্থা হইত না। অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কথা বলিলাম বলিয়া হয়ত তোমরা কেহ কেহ বলিয়া উঠিবে যে, যাহার চোক নাই সে আবার কি করিয়া লেখা পড়া শিখিবে ? যাহারা অন্ধ তাহারা চিরকালই ভিক্ষা করিয়া খাইবে। আমাদের দেশে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কোন প্রকার স্কুল নাই, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া মানুষ করিবার কোন উপায় নাই, কাজেই তাহা-দের এত কষ্ট। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রোগ শোক ভুলিয়া গিযা, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া কাজেই তাহারা ভিক্ষা করিতেছে। এই ভিক্ষা দ্বারাই কোনমতে কষ্টে সৃষ্টে তাহারা তাহাদের নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য স্থানে অন্ধদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা. দিবার জন্য স্কুল, কালেজ আছে, উহা শুনিলে তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবে। বিলাতে অন্ধদের শিক্ষার জন্য, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া মানুষ করি-বার জন্য কিরূপ যত্ন এবং চেষ্টা করা হয় এবং অন্ধেরা শিক্ষা পাইয়া কি কি কাজ করিতেছে শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে !—

উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ উনি একজন জন্মান্ধ ; উনিই বিলাতে অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া

তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য (Royal Normal College for the Blind) 'রয়াল নর্ম্মাল কালেজ' নামে একটী কালেজ স্থাপন করেন। যে মহাপুরুষ নিজে অন্ধ হইয়া তাঁহার সমাবস্থাপন্ন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই কালেজ স্থাপন করিয়া নিজে অধ্যক্ষ হইয়া কাজ করিতেছেন তাঁহার ইতিহাস একটু বলি, শুন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের (United States) অন্তঃপাতী টেনেসে নগরে প্রায় ৫০ বৎসর হইল ফ্রান্সিস্ জোসেফ্ ক্যাম্বেলের জন্ম হয়, তিনি জন্মাবধিই অন্ধ। যখন অতি শিশু ছিলেন তখন সকলেই তাঁহার কিছুই হইবে না বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি কিছু না করিবার ছেলে ছিলেন না, ছেলেবেলা হইতেই সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া সময় কাটাইবার অনেক নির্দ্দোষ আমোদজনক উপায় শিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অন্ধেরা যেমন ছেলেবেলা হইতেই কুসঙ্গে মিশিয়া কুকাজ করিয়া সময় কাটায় এবং ভাল হইবার জন্য কখনও চেষ্টা করে না, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে দশা ঘটে নাই। ভাল হইবার ইচ্ছা মনে ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল।

তাঁহার বাড়ীর কিছু দূরে ন্যাস্‌ভিলি নামক সহরে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী কালেজ আছে, তথায় তিনি ছয় বৎসর বয়সের সময়ে ভর্ত্তি হন। তাঁহার এমনই প্রখর বুদ্ধি, তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তিনি এক ঘণ্টার মধ্যেই বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন। তোমরা ছাপান ইংরাজী অক্ষর দেখিয়া সহজেই বর্ণমালা শেখ, কিন্তু অন্ধদের শিখিবার জন্য এক প্রকার অক্ষর আছে, যাহা হাত দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া শিখিতে হয়, সুতরাং সহজেই বুঝিতে পার তাহাদের অক্ষর শেখা কত কষ্টকর।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই তাঁহার সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কালেজের সঙ্গীত শিক্ষক তাঁহার সঙ্গীত শিখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শিখাইলেন না। তিনি হতাশ না হইয়া নিজে বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া সঙ্গীত শিখিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্পকাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীত এমন ভালরূপে শিখিলেন যে তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি সেই কালেজের সঙ্গীতের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কেবলমাত্র সঙ্গীত শিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহার অঙ্ক শাস্ত্র, গ্রীক ও লাটিন শিখিবার ইচ্ছা হইল। দিনের বেলায় স্কুলে অধ্যাপকের কাজ করেন বলিয়া এই সমুদয় শিখিবার সময় দিনে পাইতেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিকট এই সমুদয় পড়িবার জন্য দুইজন লোক নিযুক্ত করিলেন,—একজন প্রথম রাত্রিতে আর একজন শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিকট পড়িতেন; তিনি শুনিয়া শুনিয়া এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে শিখিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ। তাঁহার পড়িবার ইচ্ছা এবং যত্ন ও পরিশ্রম একবার স্মরণ কর। তিনি স্কুলে কাজ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি দুই জনের সাহায্যে পড়িতেন, একজন তাঁহার সহিত রাত্রি জাগিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়াই দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পড়িবার জন্য যাঁহার এইরূপ যত্ন এবং পরিশ্রম তিনি যে বড় লোক হইবেন সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ আছে? তিনি কেবল মাত্র পুস্তক পড়িয়া মনের উন্নতি করিতেন না; শরী-

রের উন্নতির জন্যও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। শরীরের উন্নতির জন্য তিনি প্রত্যহই ব্যায়াম করিতেন; তিনি যে প্রকারে শরীরের অঙ্গ চালনা করিতেন তাহা শুনিলে কখনই তোমরা তাঁহাকে অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তিনি শিকার করিতেন, মৎস্য ধরিতেন, গাছে চড়িতেন, গাছ কাটিতেন, পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতেন, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি কোন কাজ করিতেই ভয় পাইতেন না। এই রূপে শরীরের ও মনের উন্নতি করিয়া তিনি ১৮৬৯ সালে স্ত্রী ও পুত্রের সহিত ইউরোপের যেখানে যেখানে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ ছিল সেই সেই স্থান পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। সমুদয় স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ১৮৭১ সালে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি বিলাতের অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য কিছু করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।

১৮৭২ সালে (Crystal Palace) স্ফটিক-প্রাসাদের নিকটে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তিনটী বাড়ী ভাড়া করিয়া অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটী কালেজ খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই কালেজের উপর অনেক বড় লোকের দৃষ্টি পড়িল; এবং দুই বৎসর পরে একজন বড় লোকের নিকট হইতে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা দান প্রাপ্ত হইয়া কালেজের জন্য একটী বড় বাড়ী করিলেন। এই কালেজের নাম (Royal Normal College for the Blind) 'রয়াল নর্ম্মাল কালেজ' রাখিলেন এবং নিজে অধ্যক্ষ হইলেন। এখনও তিনি অধ্যক্ষ আছেন। এই কালেজে অঙ্গ চালনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়; কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই ব্যায়াম করিতে হয়। ডাক্তার ক্যাম্বেল এবং তাঁহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ছাত্রেরা ব্যায়াম করিতে কিছু মাত্র ভয় পায় না, অনায়াসে সকল প্রকার ব্যায়াম শিখিয়া ফেলে। এখানে এমনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যায়াম শিখান হয় যে, অন্য কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা সুন্দর ব্যায়াম শিখান হয় কি না সন্দেহ। এই শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা ছাত্রদের শরীর বেশ সুস্থ হয় এবং কাজেই পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন ডাক্তার ক্যাম্বেলের একজন বন্ধু তাঁহার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া কয়েকটী দুর্ব্বল ছাত্র দেখিয়া বলিলেন যে "ইহাদিগকে যেরূপ দুর্ব্বল দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ইহাদের কিছুই হইবে না; কেন অনর্থক ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়াছ?" ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিলেন যে "নিয়মমত শরীরের অঙ্গ চালনা করিলেই দুর্ব্বল শরীর সুস্থ হইবে এবং পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও জন্মিবে।" কিন্তু তাঁহার বন্ধু এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক দিন কাটিয়া গেল; উক্ত ছেলেরা নিয়ম মত শরীরের অঙ্গ চালনা করিয়া বেশ সুস্থ হইল। ইহার পর এক দিন পূর্ব্বোক্ত বন্ধু পুনর্ব্বার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া পূর্ব্বে যে দুর্ব্বল ছেলেদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে "ইহারা কখনই তাহারা নহে, তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাদিগকেও দেখাইতেছ।" ব্যায়াম করিয়া শরীরের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহাদিগকে তিনি চিনিতে পারিলেন না।

শরীরের উন্নতির দিকে যেমন এই রূপ

যত্ন করা হইত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার জন্যও তদপেক্ষা কম যত্ন করা হইত না। প্রত্যেক শ্রেণীতেই সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, অঙ্ক সমুদয়ই নিয়ম মত শিখান হয়। এমন যত্নে শিখান হয় যে অনেক ছাত্র কালেজ হইতে বাহির হইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই কালেজে যাঁহারা নিয়ম মত শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়াছেন তাঁহারা কোন অংশেই অন্যান্য স্কুলের শিক্ষিত লোকের চেয়ে কম জ্ঞানবান নহেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে কাহারও চেয়ে কম নহেন। ধন্য তিনি যিনি দুঃখী অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য এই নূতন শিক্ষা প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাঁহাদের পয়সা কড়ি আছে তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কালেজ আছে, সেখানে পড়িয়া তাঁহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আর যাহাদের সে রূপ সৌভাগ্য নাই তাহাদের সাহায্যের জন্যও আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল বিলাতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার সম্পাদক সম্প্রতি অন্ধ হইয়াছেন, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে সর্ব্বদা তিনি অন্ধদের সহিত বেড়াইতেন, অন্ধদের সহিত থাকিতেন বলিয়াই অন্ধ হইয়াছেন। অন্ধ হইয়াও তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের উপকার করিতেছেন, বাড়ী বাড়ী যাইয়া কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া অন্ধদিগকে বিতরণ করিতেছেন, যাহার যথার্থ যে অভাব সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপণে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপ খাটিতে খাটিতেই তাঁহার চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়াছে। যেমন তিনি তেমন তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার স্ত্রীও স্বামীর সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। দুই জনেই বিনা পুরস্কারে আজ ২৭ বৎসর অন্ধদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই সভা হইতে খাটিতেছেন। যাহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইতে পারে না তাহাদের সাহায্যের জন্য এই সভা স্থাপিত। এখন এই সভা হইতে প্রায় ১৫০ দেড় শত অন্ধকে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু করিয়া নগদ দেওয়া হয়। এই সভার বার্ষিক অধিবেশনে অনেক দূর হইতে বহু সংখ্যক অন্ধেরা উপস্থিত হয়। সকলকেই বড় যত্নে আদরপূর্ব্বক খাওয়ান হয়। একটী বড় বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলে তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ একটী সুমধুর সঙ্গীত করা হয়। ইহার পর সমুদয় আত্মীয় স্বজনের পরস্পর আলাপ হয়; বহুদিন পরে দূর দেশবাসী আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিয়া তাহাদের যে কি সুখ হয় তাহা বলা যায় না। এই সময়ে সভার সভ্যেরা, কাহার বাড়ীতে কি অভাব, কে কে আসিতে পারিল না, কেন আসিতে পারিল না, এই সমুদয় অতি যত্নের সহিত জানিয়া লন।

এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে চা, রুটী, মাখন, মাংস, কমলা লেবু ইত্যাদি অনেক প্রকার সুখাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়। যাহারা বার্দ্ধক্য বা রোগ হেতু অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই তাহাদের জন্য তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট কমলা লেবু দেওয়া হয় এবং যখন সকলে বাড়ী ফিরিয়া যায় তখন তাহাদের প্রত্যেককে ॥০ আট আনা এবং এক এক বাক্স বিস্কুট দেওয়া হয়।

যাহাদের দেখিবার শক্তি নাই, তাহারা যদি এই রূপ পরের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে কি তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে! আমাদের দেশের

অন্ধদের যে এমন দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের ভাল করিতে কেহই যত্ন করেন না। কাজে কাজেই তাহারা কোন মতে কষ্টে সৃষ্টে ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটায়। ইহাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। ইহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র। হে বালক বালিকাগণ। তোমরা যে যাহা পার ইহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিও।

মূল বর্ণ।

রামধনু বিষয়ক একটী প্রস্তাব গত বর্ষের 'সখা'র ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল। তাহাতে এক জায়গায় লেখা ছিল যে "লাল, সবুজ আর ভায়লেট, এই তিনটী মূল বর্ণ; আর অন্য কয়েকটী বর্ণ ইহাদের হইতে উৎপন্ন।" লাল, নীল এবং পীত, এই তিনটী মূল বর্ণ, এইরূপ বিশ্বাসই সাধারণে প্রচলিত; সুতরাং আমাদের ঐরূপ লেখাতে অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি চিঠিও পাইয়াছি। চিঠিখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং আহ্লাদের সহিত এবিষয়ে আমরা যাহা জানি, পত্র লেখকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহা লিখিতেছি।

প্রথমে অবান্তর কথা দুএকটী বলা আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে 'সখা'র এই প্রবন্ধে কুলাইবে না। কিন্তু কিছু একটু বুঝাইতে চেষ্টা করার পূর্ব্বেও আলোক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আলোক আছে বলিয়াই আমরা জিনিসের রং দেখিতে পাই। রঙটা বাস্তবিক জিনিসের নয়, রঙটা আলোকের। জিনিসটা কিছু আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না, আমরা যে সকল জিনিস দেখি, সেগুলি যদি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ার দরকার হইত, তবে এতদিনে অন্ধ হইয়া যাইতাম। জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। *সেই আলোকের যে রং, জিনিসটারও সেই রং* দেখা যায়। জিনিস হইতে আলোক দুই প্রকারে আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। এক, জিনিসটার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, আর তাহার গায় পড়িয়া উল্টিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। আর এক কথা, ভিতর দিয়াই আসুক, আর উল্টিয়াই আসুক, জিনিসে যত প্রকারের আলো পড়ে, সাধারণতঃ তাহার সকল গুলি আমাদের চক্ষে আসিতে পারে না। আলো পড়িবামাত্র জিনিসটা তাহার কিছুটা খাইয়া ফেলে, বাকী আমাদের কাছে আসিতে দেয়। কোন জিনিস লাল আলো ছাড়া আর সকল রঙের আলো খাইয়া ফেলে, তাহাকে লাল দেখা যায়; যে জিনিস সবুজ ছাড়া আর সব আলো খায়, তাহাকে সবুজ দেখা যায়। যে জিনিস সকল প্রকারের আলোই খায়, তাহাকে কাল দেখা যায়। যে জিনিস কোন প্রকারের আলোই খাইতে জানে না, সে সাদা। জিনিসে যত আলো পড়ে তাহার সব যদি সে খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে কাল দেখাইবে। সবুজ জিনিসে সবুজ ছাড়া আর যেরূপ আলোই পড়ুক না, সে তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং কাল দেখা-

হইবে। * আমরা সাধারণতঃ যে আলোতে দেখি তাহা সাদা। সাদা আলো সকল প্রকারের আলোর সমষ্টি; সুতরাং তাহাতে সকল প্রকারের জিনিসই স্বাভাবিক বর্ণের দেখা যায়। সাদা জিনিস কোনরূপ আলোকই খায় না, সুতরাং তাহাতে যখন যে রঙের আলো পড়ে, তখন সেই রং দেখায়। ইত্যাদি।

লাল রঙের কাচ লাল কেন? না; তাহার ভিতর দিয়া সে কেবল লাল রঙের আলো আসিতে দেয়, আর সব খাইয়া ফেলে। সবুজ কাচের ভিতর দিয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে পারে, সেই জন্য সে সবুজ, ইত্যাদি। এখন মনে কর একখানা লাল রঙের কাচের উপর একখানা সবুজ রঙের কাচ রাখিয়া দুখানারই ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে। কি দেখিবে? লালে সবুজে মিশিয়া যে রং হয়? না; সবুজ কাচখানা আলোর সব রং খাইয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে দিয়াছিল, লালখানায় তাহাও খাইয়া ফেলিল। সুতরাং কোন রংই দেখিবে না। দেখিবে কেবল কাল।

কাচের উপর আলো পড়িলে তাহার কতকটা উপর হইতেই উল্টিয়া আইসে, কিন্তু সে অতি অল্প। অবশিষ্ট আলো ভিতরে যায়। কাচে রং থাকিলে আবার এই যে ভিতরে আসিল ইহাদের কতগুলিকে সে খাইয়া ফেলে। এখন যাহারা থাকিল তাহাদের কিছু অপর পৃষ্ঠে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে, অবশিষ্ট ওপিঠে বাহির হইয়া যায়, এই দুই রকম আলোর দরুণই কাচের রং দেখা যাইবে। যত প্রকার জিনিসের রং দেখা যায়, (তাহাদের যদি নিজের আলো না থাকে) সকল প্রকার জিনিসের ভিতরেই আলো গিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিয়াছে ইহা নিশ্চয়; কারণ বাহির হইতে যে আলোক ফিরিয়া আইসে তাহার রঙের কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।—পরিবর্তন হওয়ার অর্থ এই যে, যতগুলি ছিল, তাহার কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার নিজের আলো নাই তাহা-দ্বারা আর কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে। * অনেকে মনে করেন যে, যে জিনিস স্বচ্ছ নহে, তাহার ভিতরে আলো যাইতে পারে না, তবে তাহার রং হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এমন জিনিস নাই, যাহা অল্প পরিমাণেও স্বচ্ছ নয়। খুব পাতলা হইলে ধাতুর পাতের ভিতর দিয়াও আলো আসিতে পারে।

এখন কাজের কথা হউক। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস নীল, পীত মূল বর্ণ; তার যোগে সবুজ হইয়াছে। এখন জানিলাম লাল, সবুজ মূল বর্ণ, তার যোগে পীতের উৎপত্তি; এবং সবুজ, ভায়লেট মূল বর্ণ, তার যোগে নীলের উৎপত্তি। আমাদের প্রমাণ নীল রঙের আর পীত রঙের জিনিসের চূর্ণ মিশাইয়া দেখা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐরূপ ভাবে মিশ্রিত চূর্ণ হইতে যে আলো আইসে

* সরাবে নূণ মিশাইয়া তাহাতে পল্‌তে ভিজাইয়া আলো জ্বালিলে সে আলো বিশুদ্ধ পীতবর্ণের হয়। সেই পীতবর্ণের আলোতে পীত ছাড়া অন্য রঙের জিনিস কাল দেখাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমতঃ ঘর সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে।

* যাহার নিজের আলো আছে, তাহা বাহিরের আলো ছাড়াও দেখা যায়। আর অন্য আলো তাহাতে পড়িলে নিজের আলো তাহাতে মিশাইয়া দিয়া তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে।

তাহার অধিকাংশই দুই প্রকারের চূর্ণের ভিতর দিয়াই আসিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ আলোর যে রং মিশ্রিত চূর্ণেরও প্রায় সেই রং হইবে। নীল পীত যদি মূল বর্ণ হইত, তবে নীল চূর্ণ আলোর সমস্ত অংশ খাইয়া কেবল নীল অংশ রাখিত, সেই অংশ আবার পীত চূর্ণের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ভক্ষিত হইয়া যাইত। সুতরাং লাল এবং সবুজ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া আলোর যে দশা হইয়াছিল এখানেও তাহাই হইত। দুই চূর্ণ মিশিয়া প্রায় কাল রং হইত। কিন্তু নীল পীত উভয়ের মধ্যেই সবুজ থাকাতে সবুজ আলোটা উভয় প্রকার চূর্ণের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিতে পারে, কেহই তাহাকে খাইয়া ফেলে না। সুতরাং মিশ্রের রং সবুজ দেখায়। সেই রূপ লাল চূর্ণ আর সবুজ চূর্ণ মিশাইয়া আমরা একটা ধূঁয়ার মতন রং পাই। তাহাতেই মনে করি, বুঝি লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়াও ঐ রংই হইবে। কিন্তু লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়া যে রং হয় সে কিরূপ, জান? সে সাদা মতন! অতএব দুই তিন রঙের চূর্ণ মিশাইয়া সেই রঙের আলো মিশাইয়া ফেলিয়াছি, মনে করিলে চলিবে না।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয়টাকে খুব পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি এরূপ ভরসা করি না। একটী কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে:—দুই তিন প্রকারের চূর্ণ মিশাইলে একের বর্ণের সহিত অন্যের বর্ণের যোগ করা হইল না; উভয়ের সাধারণ অংশটুকু রাখিয়া অবশিষ্ট অংশটুকুকে ধ্বংস করা হইল মাত্র। কারণ, প্রথম যার ভিতর দিয়া আলো আসিল, তার যে রং তাহা ছাড়া অন্য সকল প্রকারের আলো সে খাইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট আলোটুকু যখন দ্বিতীয় চূর্ণের ভিতর দিয়া গেল সেও তাহাই করিল, ইত্যাদি। একটী দৃষ্টান্ত দিই:—সিন্দুর লাল, আল্ট্রামেরিণ পরিষ্কার নীল। সিন্দুরে আল্ট্রামেরিণে মিশাইলে আমাদের হিসাবে বেগুণে রং হওয়া উচিত; কিন্তু কাজে দেখি প্রায় কাল রং হয়। লাল মূল বর্ণ, নীলে সবুজ এবং ভায়লেট আছে; এই দুয়ের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই, সুতরাং মিশ্রিত জিনিস কাল দেখাইবারই কথা। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, তার মতন কাজ হইল না। আমরা লাল রঙের জিনিস এবং নীল রঙের জিনিস অন্য জায়গায় মিশাইয়া বেগুণে পাইয়াছিলাম, তাহার কারণ এই ছিল যে, আমরা তখন যে নীল ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা বিশুদ্ধ নীল ছিল না, তাহাতে লালের অংশ কিছু ছিল। সুতরাং সেই লালের আভা দেখিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক দেখিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যাহা ভাবি তাহা নয়। বাস্তবিক লাল, সবুজ এবং ভায়লেটই মূল রং।

(Deschanel's Natural Philosophy নামক গ্রন্থের বর্ণ বিষয়ক পরিচ্ছেদে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।)



'আয়রে আমার সোণার যাদু! বুক জুড়ান ধন।
আয়রে কোলে, নয়ন মেলে দেখি ও বদন,"

১২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শিশুর হাসি।

(মায়ের আদর।)

১

আয়রে আমার সোণার যাদু! বুক জুড়ান ধন।
আয়রে কোলে, নয়ন মেলে দেখি ও বদন।
ঐ মুখেতে মধুর হাসি, দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি,
কি যেন রে ছড়ায় প্রাণে আকুল করে মন।
মন ভুলান এমন হাসি কোথায় পেলি ধন!

২

কি জানিরে ঐ হাসিতে কি আছে মাখান।
দেখ্‌লে যেন জুড়ায় বুক, উথ্‌লে ওঠে প্রাণ?
বল্‌ দেখিরে কেমন ক'রে, কি দিয়ে তোর ঐ অধরে
এমন তর হাসির শোভা কর্‌লে কেবা দান?
কচি কচি মুখ খানিতে খেল্‌চে রে তুফান।

৩

কে বলে রে চাঁদের হাসি ছড়ায় মধুর ধারা?
কে বলে রে গোলাপ ফুলে এমন শোভা ভরা?
এই ধন্‌ যার আছে ঘরে, দেখুক না সে ভাল ক'রে,
কোন্‌ হাসিতে এম্‌নি ক'রে করে পাগল পারা,
এমন্‌ মধু এমন্‌ শোভা কোন্‌ হাসিতে ভরা?

৪

কোন্‌ হাসিতে বুক্‌টী মাঝে ফোটায় সুখের কলি?
কোন্‌ হাসিটী দেখ্‌লে লোকে ভুলে যায় সকলি?
কোন্‌ হাসিতে প্রাণটী ভ'রে, ছড়ায় মধু এমন ক'রে,
কোন্‌ হাসিতে মন্‌টী নাচে এমন্‌ লহর তুলি?
বল্‌ দেখিরে যাদু! এমন হাসি কোথায় পেলি?

৫

এমন মধুর সরল হাসি আর কি সেথা মেলে?
এই মুখেতে সবটুকুনি দেছে বুঝি ঢেলে?
নইলে কেন এর তুলনা, সংসারেতে আর মেলেনা,
শুধুই কেবল ঐ মুখেতে যখন তখন খেলে!
এমন মধুর মিষ্টি হাসি আর কি কোথা মেলে?

৯

তাইতে বলি আয় রে আমার হৃদয় ভরা ধন!
দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি ভ'রে দুনয়ন।
কচি কচি মুখ খানিতে, মিষ্টি মধুর ঐ হাসিতে,
কি যেন রে আছে মাখা বল্‌বো তা কেমন।
হাস দেখিরে যাদু মণি। অমূল্য রতন!

কুসঙ্গের দোষ।



আজ শনিবার। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর ছেলেরা একত্র হইয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত, কিছু সদুপদেশ শুনিবে। তিনিও খুব আনন্দিত হইয়া বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে সকলে স্থির হইয়া বসিলে পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এমন কি আছে যাহার জন্য ছেলেরা ভাল হইতে ইচ্ছা করিলেও ভাল হইতে পারে না, বল দেখি?"

কত বালক কত প্রকারে উত্তর করিল। জন কয়েক বলিল যে, অসৎসঙ্গে পড়িলে কেহ আর নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ভাল হইতে পারে না। শিক্ষক মহাশয় বড় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদেরই কথা ঠিক বলিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি কেন কুসঙ্গে পড়িলে ছেলেরা মন্দ হয়? কুসঙ্গের দোষ কি কি? স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বল কে পার।"

মণীন্দ্র—"মহাশয়। এই একটা দোষ দেখা যায় যে, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে তাহাদের চরিত্রের দোষ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে।"

শিক্ষক—"বেশ্‌। সকলে শুন। এটী বড় ঠিক কথা। দুটী কারণে ওরূপ হয়। প্রথমে, যে যাহাকে ভাল বাসে সে তার গুণগুলি খুব ভাল ত দেখেই, তার সঙ্গে দোষও যা থাকে

তাও ভাল দেখে। ছেলে যত কুৎসিত হউক, মার চক্ষে সে সোণামণি, যাদুমণি, আঁধার ঘরের মাণিক, কত কি! কেননা তিনি সন্তানকে ভাল বাসেন। খুব সাবধানে পরীক্ষা না করিলে যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর দোষ দেখা যায় না। এখন, ঐ সকল মন্দ ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতে মিশিতে শেষে এমন হয় যে, তাহাদের দোষগুলিও গুণ বলিয়া মনে হয়, আর তা হলেই সর্ব্বনাশ। সেই সব দোষ নিজের মধ্যে আসিবেই আসিবে। বুঝ্‌লে ত?"

মোহিত—"হাঁ মহাশয়। কিন্তু এমনও ত হয় যে, দোষ বুঝিয়া ও জানিয়া শুনিয়া ছেলে নষ্ট হয়। সে কেন হয় তবে?"

শিক্ষক—"ঠিক্ বলিয়াছ। পূর্ব্বে যে বলিলাম দুটী কারণে মন্দ হয় ঐটী তাহার দ্বিতীয় কারণ। ১ম টী এই যে, দোষকে ভালবাসার খাতিরে গুণ মনে করিয়া গ্রহণ করে। আর ২য় টী এই যে জানিয়া শুনিয়াও দোষ গ্রহণ করে। তোমরা জান, যে জিনিস প্রথমে খুব মন্দ মনে হয়, বেশী দিন তার কাছে থাকিলে তাহা সহ্য হইয়া যায়, আর তখন উহা তত মন্দ মনে হয় না। অভ্যাসের এমনি গুণ যে, খুব কুৎসিত দ্রব্যকেও উৎকৃষ্ট মনে হয়। অনেক ছেলের রাগ করা অভ্যাস আছে। সে দিন হরিদাস টিফিনের সময়ে বাড়ী গিয়ে খাবার চাইলে মা দুটী কলা খাইতে দিলেন, আর কিছু ছিল না। হরিদাস রাগ করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা কি করিবেন, অন্য কর্ম্মে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিদাস বাবু যখন দেখিলেন আর কিছু হয় না, তখন আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া কলার কাছে গিয়া বসিলেন। লজ্জায় হঠাৎ খাইতেও পারেন না; ইচ্ছাটা যে মা একটীবার বলেন ত খান। যাই মা বলিলেন "খাওনা বাবা" আর কি? টপ্ করে নিয়ে ছুট! এখানে ঠিক তাই হয়। যা একদিন বড় খারাপ বলিয়া তুমি ঘৃণা করিলে যদি সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য ভাল স্থানে না যাও বা ভাল দ্রব্য না পাও তবে আপনা হতেই ঐ কুৎসিত জিনিসের উপর তোমার ঘৃণা কমিয়া গিয়া ক্রমে বলিবে "দূর হোক্‌গে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" তাতেই অনেকের সর্ব্বনাশ হয়। অনেকের মদের উপর বা সিদ্ধি, তামাক বা অন্য নেশার উপর খুব ঘৃণা থাকে, কিন্তু ক্রমে ঐ সকল অসচ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগকে মাতাল ও মহা নেশাখোর হ'তে দেখা যায়। তার কারণ এই। এখন এ দুটী কারণ সকলে বুঝেছ?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "হাঁ মহাশয়।" তখন তিনি বলিলেন "কুসঙ্গের আর কি কি দোষ আছে কে জান বল দেখি?" তখন শরৎ বলিল "আমার বোধ হয় আর একটা দোষ এই যে, কু সঙ্গীরা সর্ব্বদা কু পরামর্শ দিতে থাকে তাহা শুনিয়া খুব ভাল ছেলের মনও বেশী দিন ভাল থাকিতে পারে না।"

শিক্ষক সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে বলিলেন "ইহাও দুটী কারণে হয়। কেননা চরিত্রের গোড়ায় খুঁজিয়া দেখিলে দুটী জিনিস দেখা যায়। সকল মানুষেরই আপনা হতে যা কিছু ভাল তার দিকে একটা কেমন টান আছে, আর যা কিছু মন্দ তার দিকে একটা ঘৃণা আছে। এটী ঈশ্বরদত্ত গুণ, মানুষের স্বভাবই এই রকম। যেমন লোকের স্বভাবই এই যে, গোলাপ ফুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হয় আর দুর্গন্ধ বস্তুকে ঘৃণা করে;—এমন মানুষই বোধহয় নাই যে আতরের গন্ধে ঘৃণা করে আর পঁচা পুকুরের গন্ধে খুসী হয়। তবে কু-

অভ্যাসের জন্য যার রুচি ও পছন্দ খারাপ হয়ে গেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। নহিলে সহজ স্বভাবের গুণই এমনি যে, যা কিছু ভাল তাতেই মন টানে আর মন্দ মাত্রেই ঘৃণা হয়। যিনি মদ খান না, সচ্চরিত্র লোক, তাঁকে ঘোর মাতালেরাও ভক্তি করে। সত্যবাদী সাধু ব্যক্তিকে জুয়াচোর নীচ লোকেরাও শ্রদ্ধা করে। পাষণ্ড ডাকাতেরাও দয়ালু পরোপকারীর প্রশংসা করে।—কেন? এই জন্য।

"এই এক জিনিস সকলের চরিত্রে দেখা যায়। আর একটী আছে সেটী কি? শুধু ভালর দিকে টান থাকিলেই ত মানুষ ভাল হইতে পারে না; শুধু ক্ষুধা থাকিলেই ত আর পেট ভরে না, গায়েরও জোর হয় না। কি চাই? আহারের দ্রব্য চাই, অর্থাৎ ভাল উপদেশ চাই, ভাল শিক্ষা পাওয়া চাই। এই দুটী একত্র হ'লে তবে ভাল লোক হওয়া যায়। যদি আহার না পায়, অর্থাৎ ভাল উপদেশ না পায় তাহ'লে স্বভাব যার নির্ম্মল, যার রুচি মন্দ হইয়া যায় নাই, যার চরিত্রের ক্ষুধা আছে অর্থাৎ ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, এমন সকল বালকও খারাপ হইয়া যায়। তবে বুঝিলে যে ভাল হইতে গেলে দুই দ্রব্য চাই। শুধু ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না; ভাল উপদেশ এবং সুশিক্ষা পাওয়া চাই।"

নগেন—"কিন্তু, মহাশয়! যার যথার্থ ভাল হ'বার খুব ইচ্ছা থাকে সে ভাল উপদেশ খুঁজিয়াও লইতে পারে।"

শিক্ষক—"তা সত্য। সে সব ছেলে কখনও কুসঙ্গে যায়ই না।"

বিধুভূষণ—"আচ্ছা, ভাল হ'বার ইচ্ছা যদি স্বাভাবিক, তবে সকলে সৎ উপদেশ পাইয়াও ভাল হয় না কেন? বরং তাতে দু এক জন আরও অধিক দুষ্ট ও ভণ্ডতপস্বীর মত হইয়া ঠকাতে শিখে এও ত দেখিয়াছি!"

শিক্ষক—"এ কথাও মিথ্যা নয়। প্রথমে যখন তলোয়ার প্রস্তুত হয় তখন ত কেমন ধার, ঝক্ ঝক্ করে। তাকে যদি ভাল করিয়া ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখা হয় তা'হলে মরচে পড়ে। শেষে বেশী দিন থাকিলে এমন হয় যে তা'র দ্বারা কোপ মারিলে জিনিসটা না কাটিয়া তলোয়ার খানাই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই হয়। বেশী দিনের জন্য কুসঙ্গে পড়িলেও মানুষের স্বভাবে মরিচা পড়ে তখন সে আর উপদেশ মত কাজ করিতে পারে না বরং আরও মন্দ হইয়া উচ্ছন্ন যায়।

"এখন বেশ্ বুঝিলে যে চরিত্র ভাল করিতে হইলে সর্ব্বদা ভাল ভাল কথা শুনিতে হয়, ভাল ভাল বই পড়িতে হয়, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে হয়। নহিলে ভাল হওয়া কঠিন। কিন্তু কুলোকের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে এর কিছুই হয় না। বরং বিপরীত দিকেই ফল হয়। সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনিয়া মন্দ কাজ দেখিয়া নিজের স্বাভাবিক গুণের প্রতি ভালবাসা ও দোষের প্রতি ঘৃণা কমিয়া গিয়া ঠিক উল্টা হয়। অর্থাৎ ভাল কথার উপর কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলে শেষে লোকের মন্দ কথা ও মন্দ কাজ ভাল লাগে। দেখ কি ভয়ানক ফল! শিব গড়্তে বানর হয়ে যায়!

"এখন বল দেখি কুসঙ্গের আর কি দোষ?"

মাধব বলিল—"আর একটী প্রধান দোষ বোধ হয় এই যে—যে কাজে একলা থাকিলে এক গুণ উৎসাহ হয়, দশ জন একত্র মিলিলে সে কাজে একশ গুণ উৎসাহ বাড়ে। তাতে দলের মধ্যে কুকাজে উৎসাহ ও ভরসা খুব বেশী হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। "এটা অতি সত্য কথা। মনে কর, কয়লার উননে আগুন গম্ গম্ করছে, এখন এক একটা করে জলন্ত কয়লা যদি চিমটা করিয়া তুলিয়া মাটিতে আলাদা রাখা যায়, তাহ'লে একটু পরে সে গুলা নিবিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই। তোমরা সকলেই জান যে, একলা কোন কাজে মনে তত উৎসাহ হয় না। দুজন হলে ভরসা হয়, দশজন একত্র হলে আর উৎসাহ ও আনন্দ ধরে না। হৈ হৈ শব্দে আকাশ ফাটে। মহা হল্লা পড়িয়া যায়। কি ভাল কাজ কি মন্দ কাজ সব কাজেই দশ জন সঙ্গী পেলে কাজের সুবিধা হয়। একজন "ভয় কি?" বলিয়া উঠিলে অমনি সকলের মুখে "ভয় কি" "ভয় কি" শব্দ হইতে থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা দেখা যায় যে, যে দুষ্ট ছেলে একাকী মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে শীঘ্র শুধ্‌রাণ যায়, কিন্তু যে দলে মিশে মন্দ কাজ করে তার পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুগণও কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভাল করিতে পারেন না।

"এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে অসৎ সংসর্গের যে কত দোষ দেখা যাইবে তাহার সংখ্যা নাই। তোমাদের মধ্যে যাহার ভাল হইবার একটুও ইচ্ছা আছে, সে যেন কখনও প্রাণ গেলেও মন্দ ছেলেদের দলে না মেশে। নিজের যত দোষ থাকুক সব ভাল হইবে, নিশ্চিত বলিতে পারি,— কেবল যদি দলে না মিশিয়া থাক। দলে মিশিলে আর রক্ষা নাই। সাবধান! সাবধান! সাবধান!"

তার পর সকলে "good bye, sir" বলিয়া বাড়ী গেল।

আমাদের দেশের লোকের দয়া।

যখন ১৮৫৭ সালে সিপাহিদিগের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন উন্মত্ত সিপাহিরা অনেক সাহেব বিবি, বালক বালিকাকে হত্যা করিতে থাকে। এই সময়ে আমাদের দেশের অনেকে দয়া করিয়া সাহেব বিবি ও বালক বালিকাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ইহাদের রক্ষার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। আজ তোমাদিগকে এ বিষয়ে একটী কথা শুনাইব।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর নামে একটী সহর আছে। সহরটী গঙ্গার ধারে। এই সহরে গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈন্য থাকে। সিপাহি হাঙ্গামার সময় কানপুর সিপাহিদিগের একটী প্রধান আড্ডা হয়। কানপুরের নিকটে বিঠোর নামক একটী স্থানে নানাসাহেব থাকিতেন। এই নানাসাহেব সিপাহিদিগের পক্ষ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সিপাহি যুদ্ধে নানাসাহেব কানপুরের অনেক সাহেব বিবি ও বালক বালিকাকে অবরোধ করেন। সেই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি নানাসাহেবকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এই নিয়মে কানপুর নানাসাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন যে, সহরে যত ইংরেজ মহিলা ও বালক বালিকা আছে, তাহারা নৌকায় চড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিবে; সিপাহিরা তাহাদের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে

পারিবে না। নানাসাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। নানাসাহেবের সম্মতি জানিয়া, ইংরেজ মহিলারা প্রসন্ন চিত্তে নৌকায় চড়িবার জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। একটী ফিরিঙ্গী-সন্তানের ধাত্রী এই মহিলাদিগের মধ্যে ছিল। ধাই আমাদের দেশের একটী নীচ জাতীয় হিন্দু রমণী। ফিরিঙ্গী সন্তানটীর পিতামাতা উভয়েই পূর্ব্বে হত হইয়াছিলেন, কেবল ছেলেটী হিন্দু রমণীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছিল। পিতৃ-মাতৃহীন দুঃখী সন্তান এই দুঃখিনী নারীর দয়ায় এইরূপে জীবন ধারণ করিতেছিল।

সকলে নৌকায় চড়িয়াছে, এমন সময়ে সিপাহিরা হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ভীত হইয়া, কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ কেহ ডাঙ্গার দিকে দৌড়িতে লাগিল—চারিদিকেই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সিপাহিরা অসময়ে ইহাদিগকে আক্রমণ করিবে, ইহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সকলেই সহসা মৃত্যু নিকটে জানিয়া, একবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সিপাহিরা অনেক বিবি ও বালক বালিকাকে গুলি করিয়া বধ করিল—অনেককে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা সেই হিন্দু রমণী এই ঘোরতর বিপদ দেখিয়া, ছেলেটীকে কাপড় দিয়া বুকে চাপিয়া রাখিয়া, নৌকায় চড়িবার জন্য যে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া ডাঙ্গার দিকে ছুটিল। তাহার একটী ১৫। ১৬ বৎসরের পুত্র ছিল, সে মার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। দুঃখিনী রমণী সিঁড়ি ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়াছে, এমন সময়ে একজন সিপাহি খোলা তরবার হাতে করিয়া, ফিরিঙ্গী ছেলেটীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু দয়াবতী রমণী সেই অনাথ সন্তানটীকে নরঘাতক সিপাহির হাতে দিল না। সিপাহি তখন ক্রোধের সহিত কহিল :—

"ছেলেটীকে আমার হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

দুঃখিনী নারী বিনয়ের সহিত কহিল :—

"আমার ছেলে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

সিপাহি পূর্ব্বের ন্যায় সরোষে বলিল :—

"সন্তানটীকে না দিলে দয়ার আশা নাই। এখনি তরবারি দিয়া তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

দুঃখিনীর পুত্র পশ্চাতে ছিল সে কাতরভাবে কহিল:—

"মা। ছেলেটীকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

মাতা দৃঢ়তার সহিত বলিল:—"না, তাহা কখনই হইবে না। আমার ছেলেকে কখনই নরঘাতক সিপাহির হাতে দিব না।" এই কথা বলিবামাত্র সিপাহি তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। দুঃখিনী অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। আর তাহার চেতনার সঞ্চার হইল না। দয়াবতী নারী পরের ছেলের জন্য অকাতরে ধীরভাবে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহী ফিরিঙ্গী ছেলেটীকে বধ করিল। কেবল সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহি তাহার উপর কোন অত্যাচার করিল না।

ভেকের পত্র।



১

বড় এক পুকুরের ধারে
একদল ভেক বাস করে;
রোজ এসে ঢিল ছু'ড়ে, ছেলে গুলো খেলা করে
কত ক্ষুদ্র ভেক মরে তা'দের জ্বালায়!
বড়ই আমোদ তারা পায়!!

২

ভেকগণ ভাবে মনে মনে
"কেমনে বাঁচিব মোরা প্রাণে?"
অবশেষে যুক্তি করি', 'মিটিং'করিল ভারি;
দাঁড়াইয়া ভেকরাজ বলিল তখন
বাম হস্ত করি উত্তোলন।

৩

"সাবধানে শুন বৎসগণ
প্রাণপণে কর 'আন্দোলন';
প্রতি গৃহস্থের ঘরে, কাতরে প্রার্থনা ক'রে
সবে মিলে পত্র এক করহ প্রেরণ
'ছেলেদের করিতে বারণ।'

৪

"যদিও মোদের ক্ষুদ্র প্রাণ
সুখ দুঃখ আছে তবু জ্ঞান।
অতএব দয়াক'রে, ক্ষুদ্র আমোদের তরে
যেন আর সেই খেলা করে না কখন
যাতে ঘটে ভেকের মরণ॥"

সখা
তৃতীয় ভাগ। নবম সংখ্যা।

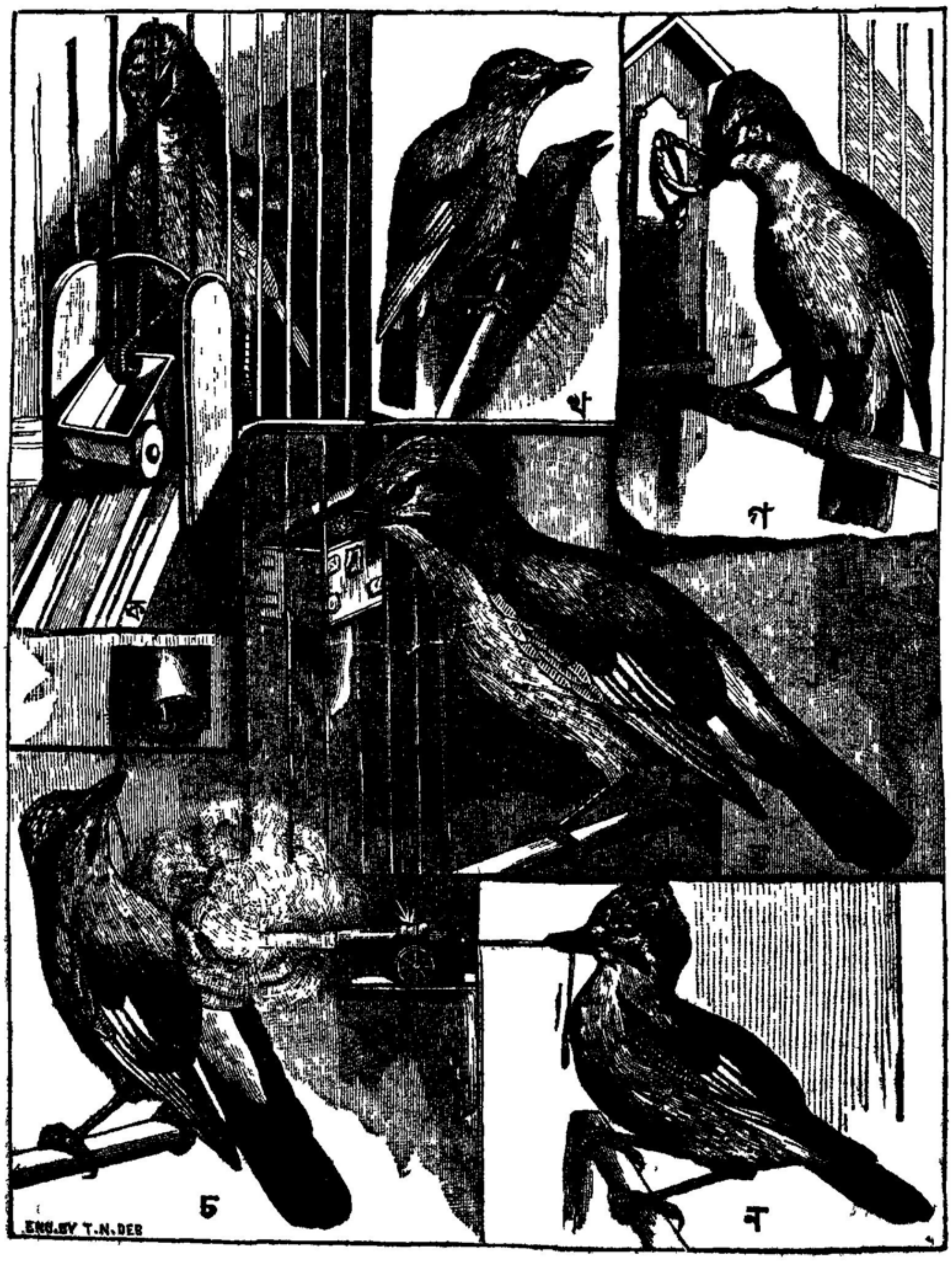
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

আশ্চর্য্য শিক্ষা।

বনের পাখী আপনার মনে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুষিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই না। কচি শাবক মাতার পাখার নীচে আরামে থাকিয়া দিন দিন বড় হইতেছিল; দুরন্ত বালক তাহা পাড়িয়া আনিয়া বেশ যত্নে রাখিলেও তাহা ভাল কাজ মনে করি না, কিন্তু এমন বন্দী দশাতেও তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে কেমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় পাঠক পাঠিকাগণ! তাহার এক দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে বলিব।

বিলাতের স্ফটিক প্রাসাদের বিষয় তোমরা 'সখা' ১ম ভাগ,৮ পৃষ্ঠায় পড়িয়াছ। তথায় অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস থাকে। গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যাদুঘরে একটী পাখী ছিল। উহা মানুষের মত অবিকল শব্দ করিত, হাসিত, কাশিত, হাঁচিত; সময়ে সময়ে নিশ্বাস ফেলিত ও হাই তুলিত। কেবল ইহা নয়। স্পষ্ট মানুষের মত কথা কহিত; কত কথার মানুষের মত উত্তর দিত। ইংরাজীতে "আপনি কেমন আছেন" "কোথায় যাইতেছেন" "দরজাটা দেখ" "তবে আসি" এইরূপ কত বলিত। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গাধা কাহারও শব্দ তাহার নিকট ফাঁক যাইবার যো ছিল না। কেহ ডাকিলেই অমনি সে নকল করিত।

এখনো গুণের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাহার শিক্ষক যদি বলিতেন "ঘণ্টা বাজাও"; পাখী সময় নষ্ট করিত না, ধীরে আপনার চঞ্চু দিয়া ঘণ্টার দড়ী ধরিয়া নাড়িত; উপরে ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ হইত। ('চ'চিত্র দেখ)। যদি তিনি দরজার কড়া নাড়িতে বলিতেন, সে অমনি এক দ্বারের কড়া ধরিয়া খট্ খট্ করিত। ('গ' চিত্র দেখ)। তাহার এক মনিব্যাগ ছিল; টাকা কড়ি পাইলে তাহা খুলিয়া রাখিয়া দিত। ('ঘ' চিত্র দেখ)। পাখীর খাঁচার দ্বার হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা ছোট রেলপথ পাতা হইয়াছিল। রেলের শেষাংশে একটা ছোট গাড়িতে তাহার খাবার দেওয়া হইত; পাখী তাহার রজ্জু ধরিয়া রেলের উপর দিয়া আপনার ঘরে লইয়া আসিত। ('ক' চিত্র দেখ)। আর এক আশ্চর্য্য। তাহার খাঁচার নিকট এক কামাণ ছিল। প্রভু যদি তাহাতে বারুদ ও ক্যাপ দিয়া বলিতেন "এক—দুই—তিন, ছোড়" অমনি পাখী ঠোঁটে করিয়া তাহা আওয়াজ করিত। ('ন' চিত্র দেখ)। তাহার নিকট যদি


ক
খ
গ
চ
ন
ENG. BY T. N. DEB

কেহ একটা পত্র ফেলিয়া দিত, তাহা হইলে সে অতি যত্নে কুড়াইয়া লইত। আস্তে আস্তে খুলিত; এবং যেন কতই পড়িতেছে, এই-রূপে কতক্ষণ থাকিত। আবার যদি কেহ তাহার নিকট বলিতেন "কি, তোমার অসুখ হইয়াছে?" অমনি সে কাতর স্বরে বলিত 'বড অসুখ'; আর রোগীর মত কাশিত, ও মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত। ('খ' চিত্র দেখ)। এই আশ্চর্য্য পাখীকে অনেকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে ইহার প্রশংসা আর ধরে না।



সক্রেটিস।

মহাত্মা সক্রেটিসের নাম কি তোমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ? ৪৬৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশ জ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে সময়ে যতদূর শিক্ষা লাভ সম্ভব সক্রেটিস ততদূর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কালে একজন পরম বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন গ্রীসে যাঁহারা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা প্রায়ই অহঙ্কারী হইতেন এবং আপনাদিগকে 'জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় দিতেন। সক্রেটিস যেমন পরম জ্ঞানী ছিলেন তেমনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। জ্ঞানের অভিমান কোন কালে তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। দার্শনিক সম্প্রদায়ের অহঙ্কার তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আপনাকে 'জ্ঞানী' বলিয়া জানাইতেন না। তিনি জ্ঞানকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

সক্রেটিস নূতন প্রণালীতে দর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এখন যেমন কতগুলি লোক আছে, যাহারা দিবারাত্র মুখে বড় বড় কথা বলিয়া বেড়ায়, মুখের জোরে বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে চায়, এবং নিজে যাহা না জানে, না বুঝে, পরকে তাহা শিখাইতে যায়, সে কালেও এইরূপ অনেক লোক ছিল। এই সকল লোকের জ্ঞানের স্পর্দ্ধা একটু খাটো করিবার জন্য এবং সাধারণ লোকের নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ সহজে দূর করিবার জন্য, রাস্তায়, বাজারে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে, ছোট বড় সকলের সহিত সক্রেটিস আলাপ করিতেন; এবং কথায় কথায় তাহা-দিগের মতামতের ভুল ধরিয়া দিতেন। যাহাতে সকলে আপনাদিগের ভ্রান্ত মত গুলি ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারে এবং চিন্তা করিয়া প্রকৃত সত্য জানিতে উৎসুক হয়, সক্রেটিস তাহাই চাহিতেন। তিনি দর্শন শিখাইবার জন্য স্কুল কালেজ খুলিলেন না, বা কোন বই লিখিলেন না। ধন কিম্বা মান লাভের প্রত্যাশায় তিনি কিছুই করিলেন না।

সক্রেটিস অতি ন্যায়বান্ পুরুষ ছিলেন। তৎকালে এথেন্সের শাসন কর্ত্তারা যিনি যখন যে অন্যায় কাজ করিতেন তিনি নির্ভয়ে তাহার নিন্দা

* বিলাতের ব্যাণ্ড অব হোপ নামক মাসিক পত্রে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ও প্রতিবাদ করিতেন। একদা তাহাদের কোন আদেশ নীতি-সঙ্গত বলিয়া মনে না হওয়াতে সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

মহাপুরুষদিগকে অনেক কষ্ট, অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। দেশের সকল লোক যখন পাপ ও কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া থাকে, তখন যে সাধু পুরুষ তাহাদিগের চক্ষু ফুটাইতে চাহেন, তাঁহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া মনে করে। সক্রেটিসকেও অনেক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কতগুলি লোকের মিথ্যা অপবাদে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেশ হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট অন্যায় বোধ হওয়াতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচারকদিগের আজ্ঞানুসারে শিষ্য এবং বন্ধুগণের হাহাকার ও ক্রন্দনের মধ্যে তিনি নির্ভয় মনে, প্রফুল্ল মুখে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। জ্ঞান, বিনয়, সচ্চরিত্রতা, উদারতা ও ন্যায়পরতার জন্য তাঁহার নাম জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সক্রেটিসের কথা।

সক্রেটিস বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নানাবিধ বিক্রেয় জিনিস রাশীকৃত দেখিয়া বলিতেন, "এখানে কত জিনিস আছে, যাহাতে আমার কোন আবশ্যক নাই।"

আণ্টিস্থিনিস নামক সক্রেটিসের একজন শিষ্য একটা ছেঁড়া পোষাক পরিয়া এমন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যেন সকলে উহা লক্ষ্য করে। ইহা দেখিয়া সক্রেটিস বলিলেন "আমি তোমার পোষাকের ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া তোমার অহঙ্কার দেখিতে পাইতেছি।"

তরুণবয়স্কদিগকে সক্রেটিস একটী অতি সৎপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "তোমরা মাঝে মাঝে দর্পণে আপন আপন মুখ দেখিও। যদি আপনাকে সুন্দর দেখ তাহা হইলে চরিত্রকে সৌন্দর্য্যের অনুরূপ করিতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিবে; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কুৎসিৎ হও, তাহা হইলে সদ্‌গুণের আবরণে কুরূপ ঢাকিয়া রাখিবে।"

সক্রেটিসকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি গ্রন্থ রচনা করেন না কেন?" বিনয়ী সক্রেটিস বলিলেন "আমি যাহাই লিখিনা কেন, কাগজের মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।"

সক্রেটিস সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি এইমাত্র জানি যে আমি কিছুই জানিনা।"

সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী বলিলেন "হায় অবিচারে (বিনা দোষে) তোমার প্রাণদণ্ড হইল।" সক্রেটিস বলিলেন "যদি দোষ করিয়া উচিত বিচারে আমি প্রাণ হারাইতাম তাহা হইলে, কি তুমি সুখী হইতে?"

সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন।

সরলা পিতা মাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং বড় আদরের ধন। কিন্তু এই আদরই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। এই আদর পাইয়া সে বড় একগুঁয়ে, স্বার্থপর হইয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিত সকলের

ভালবাসার উপর তারই একমাত্র অধিকার। কাহাকেও তাহার অংশীদার দেখিলে তাহার বড় হিংসা হইত। কাহারও কোন কথা তার সহ্য হইত না।

সরলার একটী মাসতুতো বোন্ ছিল। তাহার নাম উষাবালা। সে সরলার চাইতে এক বৎসরের বড়, তাহার বয়স ১২ বৎসর। সে তাহার পিতা মাতার একমাত্র ধন। যখন সে অতি শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এখন আবার তাহাব একমাত্র অভিভাবক মাতার মৃত্যু হওয়াতে সে মেস মহাশয়েব আশ্রয়ে আসিয়াছে। উষা বড বিনয়ী। আর তাব মনখানি যেন ভালবাসার গড়া। উষার মুখে কি যে এক প্রকার সুন্দর ভাবের ছায়া আছে, যাহাতে তাহার মুখ খানিকে অতি সুন্দর দেখায়। তাই তাহাকে যে একবার দেখে সেই বড় ভালবাসে। সরলা এর পূর্ব্বে কখনও উষাকে দেখে নাই। উষার তাদের বাড়ী আসা পর্য্যন্ত তার মাসী মা ও মেস মহাশয় খুব ভালবাসেন। সেই জন্য যদিও সরলার উষাকে খুব ভাল লাগিত ও ভাল মেয়ে বলে ধারণা হইল, তবুও তাহাকে তার পিতা মাতার ভালবাসার অংশীদার দেখিয়া মনে মনে হিংসা হইত। সরলা ভাবিত "আমি বেশ একলা ছিলাম, বাবা মা আমাকেই ভাল-বাসিতেন, এ আবার এল কেন?" উষা মাসী মা মেস মহাশয়কে তাহার মিষ্ট স্বভাবের দ্বারা বশ কবিয়া লইল; কিন্তু সরলা তাহাকে ধরা দিল না বরং উষার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য সুযো-গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সরলার পিতা উষাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম অভ্যাস না থাকাতে সে যাইতে চায় নাই। দুদিন যাইতে না যাইতে সকল মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হইল, সকলে তাকে ভালবাসিতে লাগিল। সরলাদের স্কুলে একটী সেলাইএর পরীক্ষা হইত। যে সকলের চেয়ে সুন্দর সেলাই করিতে পারিত সেই পুরস্কার পাইত। সরলা বেশ সেলাই করিতে পারিত। সরলা, উষা সকলেই পুরস্কার পাইবার জন্য সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। সরলা এক অতি সুন্দর আসন তৈয়ার করিয়াছে। সেলাইটী দিবাব এক দিন পূর্ব্বে টেবিলের উপর সেলাইটী রাখিয়া সরলা কি করিতেছে, এমন সময় উষা যেমন একখানা কাঁচি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে অমনি কাছে এক দোয়াত কালি ছিল, উল্টিয়া সেলায়ের উপরে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যাবা মাত্র উষা বলিয়া উঠিল "হায়! হায়! কি করিলাম! আহা! সরলা, ভাই আমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি। ছিঃ! আমি এত অসাবধান! আমি এখন কি করি! আহা যা করিলে ভাল করিয়া দিতে পারি আমি তাই করিব।" সরলা এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিবা মাত্র রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া হাতদুখানি ঝাঁকড়াইতে ঝাঁকড়াইতে চীৎকার করিয়া বলিল "ও হতভাগী হিংসুকে মেয়ে! কি করিলে! তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া কালি ঢালিয়াছ, পাছে আমি পুরস্কার পাই। আবার মিথ্যা কথা। দুষ্ট মেয়ে। তোমার পেটে পেটে দুষ্টামি। মুখে ভালমানুসি দেখাতে যাও। এইবারে সব মেয়েকে তোমার বিদ্যে বলে দিব। বক ধার্ম্মিক।" উষা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "ভাই সত্য সত্যই আমি বড় দোষ করিয়াছি এবং বকুনি খাইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমি কখনই ইচ্ছা করিয়া ফেলি নাই, আমি কি করব?"

এই কথা শুনিয়া সরলা রাগিয়া বলিল "তুমি আমাদের বাড়ী হতে দূর হও। তোমার মুখ



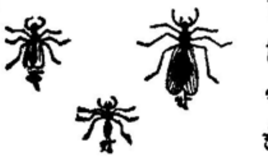
দেখ্‌তে চাই না।" উষা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উষা গেলে সরলা চেয়ারে বসিয়া মুখে কাপড় দিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আস্তে আস্তে তাহার কাঁদে হাত্ত দিল। সরলা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখে তার "ভূপেন্ দাদা।" ভূপেন্দ্রনাথের বয়স ১৯ বৎসর। তিনি সবলার বাবার এক জন বন্ধুর ছেলে। ভূপেন্দ্র তার মুখ খানি তুলিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি সরো, কাঁদ্‌ছিস্ কেন? আমার দিদিকে কে কি বলেছে?" সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেখ দেখি, ভূপেন দাদা, উষা ইচ্ছা করিয়া আমার সেলাইয়ে কালি ঢালিয়া দিয়াছে।"—

ভূপেন্দ্র "দূর! একি হতে পারে। না দেখে ফেলে দিয়াছে। সে যে অতি ভাল মেয়ে।—যাঃ! আব কি হবে! তোরা না বলেছিলি আমার সঙ্গে সেই বাগানটা দেখ্‌তে যাবি।—এখন ওঠ, যা মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় পরে আয়।" তার পর ওদের দুই বোনকে নিয়ে ভূপেন্দ্র বেড়াইতে গেলেন। এখনও সরলার উষার উপর ভয়ানক রাগ আছে; সে তাহার দিকে ফিরেও চাহিতেছে না।—সেখানে গিয়া হঠাৎ কি মনে হওয়াতে ভূপেন্দ্র বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন। যাবার সময় উষা সেখানে ছিল না, সে কি দেখিবার জন্য কোথায় গিয়াছিল। তাই ভূপেন্দ্র সরলাকে বলিয়া গেলেন "দেখ সরো ওদিকে যেও না আর উষাকে যেতে বারণ করো; ওদিকে একটা ভয়ানক সাপ্ আছে।" পরে সরলা উষাকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়াও রাগে কোন কথা বলিল

না। উষা সেই দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ সাপ্‌টার লেজ মাড়ানতে সাপ্ ফোঁস্ করিয়া উঠিল। উষা তাহা টের পাইয়াই ছুটিতে লাগিল, সাপটাও তার পিছন পিছন তাড়া কবিল। শেষে উষা আর পারিয়া উঠিল না, সাপ্‌টা তাহাকে আক্রমণ করিল।—অমনি "ওগো মাগো" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গোঙ্গাইতে লাগিল। সাপ্‌টা আপনার কাজ করিয়া গর্ত্তে ফিরিয়া গেল। সরলা এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে উঠায় এমন কেহ নাই। ভূপেন্দ্র আসিয়াই সকল বুঝিতে পারিলেন, ও ছুটিয়া গিয়া দেখেন উষার মুখ দিয়া ফেণা উঠিতেছে। চেতনা নাই। কাছেই বাড়ী ছিল, তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। সরলাকে সে ঘরের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় নাই। সে একলাটী বসিয়া আপনাব দোষেব জন্য কাঁদিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল "যদি উষা দিদি মাবা যায়, তা হলে—আমিই মাবিলাম।" অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে এমন সময় ঘরেব ভিতর হঠাৎ সকলেব কান্না শুনিতে পাইল। ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া দেখে উষা দিদি চির জীবনের মত তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ভূপেন দাদা অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন। মা বাবা সকলেই কাঁদিতেছেন দেখিয়াই সরলা ছুটিয়া গিয়া উষার মুখের উপর পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল " উষা দিদি! কাঁদাইয়া বিদায় দিলাম। উষা দিদি আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।" সেই দিন রাত্রেই সরলার অত্যন্ত জ্বর আসিল। সেই অসুখে অনেক দিন ভুগিয়াছিল। যখন সারিয়া উঠিল তখন সে আর সে সরলা নয়, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উষা দিদি তাহাকে নবজীবন দিয়া গিয়াছিল।—পাঠক পাঠিকাগণ! উষা কি তোমাদিগকেও নবজীবন দিল?

পিপীলিকা।

তোমরা সকলেই লাল, কাল—ছোট, বড় অনেক প্রকারের পিপীলিকা সচরাচর দেখিয়া থাক। ইহাদের মধ্যে এক এক প্রকারের পিপীলিকা এক এক রকম স্থানে নিজেদের বাসা নির্ম্মাণ করে। কোন প্রকাব মাটিব নীচে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাড়ী করে এবং উপরে মাটির ঢিবি করিয়া রাখে, কোন প্রকার পুরাণ কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে, কোন প্রকার গাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে, কোন প্রকার টুক্‌রা টুক্‌রা কাটকুটো একত্র করিয়া তন্মধ্যে বাসা করে; পিপীলিকাদিগকে অনেক রকমের বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। এক এক শ্রেণীর পিপীলিকা এক এক রকমের বাসা নির্ম্মাণ করে।



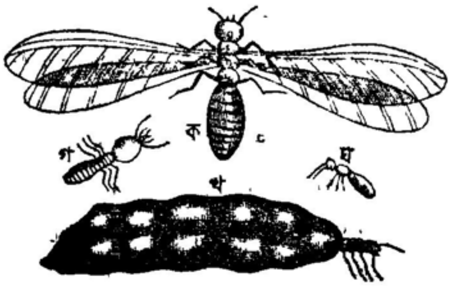
পিপীলিকাদের মধ্যে তিন জাতি দৃষ্ট হয়; পুরুষ ('ক' চিত্র দেখ); স্ত্রী ('খ' চিত্র দেখ); এবং ক্লীব ('গ' চিত্র দেখ)। পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা অতি কম; এবং ক্লীবের সংখ্যা পুরুষ ও স্ত্রীর

সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দশগুণ বেশী। এই ক্লীব জাতীয় পিপীলিকারাই সমুদয় কাজ কর্ম্ম করে। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতীয়দের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে।

ইহাদের মাটির নীচের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। মাটির নীচে ছোট ছোট সহরের ন্যায় পিপীলিকারা বাড়ী তৈয়ার করে। এই বাড়ী পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর-পিপীলিকা আছে, তাহারা ময়লা দেখিতে পাই-লেই টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আইসে। শান্তি রক্ষার জন্য পাহারাওয়ালা আছে, সর্ব্বদাই একজন না একজন সদর দরজায় পাহারা দেয়; কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই অমনি ভিতরে খবর দেয়, আর দলে দলে যোদ্ধাগণ বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করে। গৃহটী প্রায়ই দোতালা করে; প্রত্যেক তালায় অনেক গুলি ঘর আছে। কোন ঘরে ডিম গুলি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান থাকে, কোন ঘরে দাস দাসীরা ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানদের সেবা শুশ্রূষা করে, কোন কোন ঘরে কেবল মাত্র খাবার রাখে—এক এক ঘরে এক এক রকম খাবার রাখে।

সন্তান সন্ততির উপর ইহাদের বড়ই মায়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্লীব পিপীলিকারাই সমুদয় কাজ করে। ইহারাই কোন ঘরে ডিম সাজাইয়া রাখে; কোন ঘরে ছোট ছোট পিপীলিকাদিগকে যত্নে রাখে, গা চাটিয়া গা পরিষ্কার করে, খাবার দেয় এবং বিপদ হইলে নিজেদের প্রাণ দিয়াও উহাদিগকে রক্ষা করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপরের তালা হইতে নীচের তালায় সমুদয়গুলিকে লইয়া যায়, এবং দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। এরূপ করায় উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে উপরে রাখিলে ডিম ও পিপীলিকা-শিশুদের অপকার হইবার সম্ভাবনা। আবার প্রাতঃ-কাল হইলে ডিম, সন্তান সন্ততি সমুদয়-গুলিকে উপরের তালায় লইয়া আসে। ইহা-দিগকে সুখে রাখিবার জন্য এইরূপ প্রত্যহই করে। রৌদ্রের উত্তাপে শরীর ভাল থাকে বলিয়াই দিনের বেলায় উপরের তালায় রাখে। দিনের বেলায় বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেও উপরের তালা হইতে উহাদিগকে নীচের তালায় লইয়া যায়। সর্ব্বদাই একদল পিপীলিকা ইহাই করিতেছে। এবং আর একদল খাদ্যের অন্বেষণে বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করে। খাবার পেলেই ঘরে লইয়া আসে।

কোন কোন গাছে এক রকম পোকা বাস করে, ইহাদের শরীর হইতে একরূপ রস নির্গত হয়। এই রস ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানেরা বড়ই ভালবাসে এবং ইহা খাইলে তাহাদের উপকারও যথেষ্ট হয়। ক্লীব পিপীলিকা দলে দলে গিয়া এই রস মুখে করিয়া লইয়া আসে; কখন কখনও একদল এই পোকাকে টানিতে টানিতে বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দেয়। আমরা যেমন ছেলে-পিলের দুগ্ধের জন্য গরু পুসি ইহারাও সেইরূপ ইহাদিগকে পোষে। দেখ কেমন বুদ্ধি!



ক্লীব জাতীয়দের মধ্যে যে গুলি বলবান সেই গুলি যুদ্ধের কাজ করে ('গ' চিত্র দেখ); অবশিষ্ট